শাহাদাত: অনন্ত জীবন

আবদুস শহীদ নাসিম

শাহাদাত : অনির্বাণ জীবন

আবদুস শহীদ নাসিম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা—চট্টগ্রাম—খুলনা

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ২৩ ৫১ ৯১

আঃ প্রঃ ২৩২

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৮৮

১ম সংস্করণ

রবিউল আউয়াল	১৪১৮
শ্রাবণ	১৪০৪
জুলাই	১৯৯৭

বিনিময় ঃ ১৪.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

SHAHADAT : ANIRBAN JIBON. by Abdus Shaheed Naseem. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 14.00 Only.

وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ :

আর যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হবে
আল্লাহ কখনো তাদের আমল নষ্ট
করবেননা। (সূরা মুহাম্মাদঃ৪)

প্রকাশকের কথা

ইসলাম মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ। আর দুনিয়া ও আখিরাত উভয়স্থানেই ইসলাম মানুষের মুক্তি নিশ্চিত করে।

কিন্তু মানুষ ইসলাম থেকে মুক্তি ও কল্যাণ তখনই লাভ করতে পারে, যখন সে ইসলামকে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবে।

ইসলামকে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ভাবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা সংগ্রামকে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের জন্য ফরয করে দিয়েছেন। আর এ সংগ্রামে যারা নিহত হন, আল্লাহ তাদেরকে শাহাদাতের সুউচ্চ মর্যাদা দান করে সম্মানিত করেন।

জনাব আবদুস শহীদ নাসিম এ পুস্তিকায় কুরআন ও হাদীসের আলোকে শাহাদাতের সঠিক মর্যাদা ও স্বরূপ সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। ইসলামী আন্দোলনের মুজাহিদ কাফেলার জন্যে পুস্তিকাখানি অনুপ্রেরণা যোগাবে নিসন্দেহে। আর সে আশা নিয়েই আমরা পুস্তিকাটি প্রকাশ করলাম।

শহীদী কাফেলার মুজাহিদগণ পুস্তিকাটি থেকে কিছুমাত্র অনুপ্রেরণা লাভ করলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

প্রকাশক

উৎসর্গ

যে শহীদদের তাজা রক্তে বাংলাদেশের
যমীন ইসলামের জন্যে উর্বর হয়েছে,
তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে–

–লেখক

শহীদ আবদুল মালেকের দু'টি চিঠি

(১)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২১ শে সেপ্টেম্বর, '৬৬

প্রিয় বিলাল

.... মুসলমানের যিন্দেগী খুবই কঠিন। জাহানে নও পড়ে থাকবে। গত ২৯শে আগষ্ট মিশরে যারা ইসলামী আন্দোলন করে, সেই 'ইখওয়ানুল মুসলিমুনের' তিনজন নেতাকে ফাঁসি দেয়া হয়েছে। এঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রখ্যাত চিন্তাবিদ সাইয়েদ কুতুব। ১৯৫৪ সালেও এদলের ছয়জন নেতাকে ফাঁসি দেয়া হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মিশরের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি ডঃ আবদুল কাদের আওদাহ। এ সময় সাইয়েদ কুতুবের দশ বছরের কারাদণ্ড হয়। ইসলামী আন্দোলনে মিশরের মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। এবার যয়নাব গাযালী নামের একজন মহিলাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। সাইয়েদ কুতুবের বোন হামিদা কুতুবকে দেয়া হয়েছে দশ বছরের কারাদণ্ড। বিলাল, চিন্তা করতে পারকি এঁদের জীবনের কথা? এঁদের জীবন শহীদের— মুজাহিদের জীবন, তাঁদের মৃত্যু। শহীদের মৃত্যু এদের অপরাধ ছিলো এই যে, এরা—মিশরের প্রেসিডেন্ট নাসেরের অনৈসলামী কাজের সমালোচনা করেছিলেন। আমাদেরকেও ওদের মতো হতে হবে। রসূলের পথ এই শাহাদাতেরই পথ। তোমরা তাই জেগে উঠো। তৈরী হও সেই চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য। এই শপথ নাও—

"আল্লাহ্‌র দ্বীনকে আল্লাহ্‌র যমীনে গালিব করার জন্যে আমরা দরকার হলে নিজেদের জানমাল কুরবান করতে কুন্ঠিত হবনা।"

বিলাল! তোমরা ছোট, এখনো অনেক কিছু জাননা। আমরা অনেকটা বুঝতে পারি। তাই আমাদের বুকটা ব্যথায় টনটন করে ওঠে। আমার বুকের ব্যথাটা যদি তোমাকে জানাতে পারতাম! ভাই! জীবনের প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা।

তোমাদের

মালেক ভাই

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
২৪ শে ফেব্রুয়ারী '৬৬

পাক জনাবেষু,

আস্‌সালামু আলাইকুম। প্রায় মাস দু'য়েক হলো আপনার সাথে কোন যোগাযোগ নেই আমার। ... ...

যে দিকে তাকাই দেখতে পাই, সবাই ছেড়ে চলেছে আমায়।—আমার জীবনে তাই আমি খুঁজে নিতে চাই এক কঠিন পথ—জীবন-মরণের পথ।

মায়ের বন্ধন ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। বৃহত্তর কল্যাণের পথে সে বন্ধনকে ছিঁড়তে হবে। কঠিন শপথ নিয়ে আমার পথে আমি চলতে চাই। আশির্বাদ করবেন, সত্য প্রতিষ্ঠার এ সংগ্রামে যেন আমার জীবনকে আমি শহীদ করে দিতে পারি।

আমার মা এবং ভাইরা আশা করে আছেন আমি একটা বড় কিছু হতে যাচ্ছি। কিন্তু মিথ্যা সে সব আশা। আমি বড় হতে চাইনে, আমি ছোট থেকেই সার্থকতা পেতে চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র হয়ে বিলেত থেকে ফিরে যদি বাতিল পন্থীদের পিছনে ছুটতে হয়, তবে তাতে কি লাভ?

আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশগুলোর চেয়ে ইসলামী ছাত্রসংঘের অফিস আমার জীবনে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। জানি, আমার কোন দুঃসংবাদ শুনলে মা কাঁদবেন; কিন্তু উপায় কি বলুন? বিশ্বের সমস্ত শক্তি আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছে। আমরা মুসলমান যুবকরা বেঁচে থাকতে তা হতে পারে না। হয় বাতিলের উৎখ্যাত করে সত্যের প্রতিষ্ঠা করবো নচেত সে চেষ্টায় আমাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে। আপনারা আমায় প্রাণ ভরে আশির্বাদ করুন, জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়েও যেন বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারি। কারাগারের নিরন্ধ্র অন্ধকার, সরকারী জাঁতাকলের নিষ্পেষণ আর ফাঁসীর মঞ্চও যেন আমায় ভড়কে দিতে না পারে।

মিশরের কুচক্রী নাসের আবার সেখানকার একমাত্র ইসলামী প্রতিষ্ঠান 'ইখওয়ান'কে ধ্বংস করার কাজে উঠে পড়ে লেগেছে এবং তার কর্মীদের ফাঁসী দেয়ার ষড়যন্ত্র করছে। এই অত্যাচারী যালেমদের উৎখাত করতে হবে। আমাদের সামনে হাসান হোসাইনের রক্ত—আমাদের চোখে শহীদ হাসানুল বান্নার সংগ্রামী জীবন ভাসছে। বলুন, এত অত্যাচার সহ্য করেও কি চুপচাপ বসে থাকতে হবে? ... ...

খোদা হাফেজ
আবদুল মালেক

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على خاتم

النبين وعلى اله وصحبه اجمعين

শাহাদাত ঃ একটি শব্দ একটি ঈমানী আবেগ

এমন একটি বিষয়ে আমি লিখতে বসেছি, যা আমার কাম্য। আমার মালিকের কাছে আমি তা চাই। তা পাওয়ার আকাংখা আমার প্রিয় নবীরও ছিলো। নবী পাকের সাহাবীগণের কাম্য ছিলো এ জিনিস। আল্লাহর এ পৃথিবীতে তাঁর দেয়া জীবন বিধান যারা প্রতিষ্ঠা করতে চায়, এ জিনিসের জন্যে তারা সকলেই উদগ্রীব। এ পৃথিবীকে আল্লাহর রংগে রংগীন করা যাদের জীবনের উদ্দেশ্য, এ জিনিস তাদের কাছে "শারাবান তহুরার" মতোই মোহময়। হ্যাঁ, সত্যি, এ জিনিস তাদের কাছে "শারাবান তহুরা—পবিত্র শরাব।" আমাদের পূর্বসূরীদের অনেকেই তা পান করে সাফল্য অর্জন করেছেন। আমরাও অপেক্ষায় আছি। আমাদের এ উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য হাসিলের পথ পরিবর্তন হবেনা।

মুমিনের মোহময় সে বস্তুটি কি ? তা হচ্ছে, আরবী ভাষার একটি শব্দ, এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার একটি প্রক্রিয়া। সে শব্দটির নাম হচ্ছে "শাহাদাত।" সৌভাগ্যবশত, এ প্রক্রিয়ায় যিনি এ পৃথিবীর জীবন দান করতে পারেন, তার উপাধি এবং পদবী হলো 'শহীদ'। এ হচ্ছে জান্নাত লাভকারীদের এক সুউচ্চ মর্যাদা। অন্যসব মানুষের মৃত্যু হয়। কিন্তু এ মর্যাদার অধিকারীরা অমর। পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার পর পরই তারা জান্নাত লাভ করে। ঘুরে বেড়ায় বেহেশতময়। এ জন্যেই শাহাদাত এমন আকর্ষণীয়, এতো মোহময়।

মুমিন জীবনের পরম আকাংখার বস্তু এই শাহাদাতের তাৎপর্য প্রত্যেক মুমিনের নিকট পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন। জানা থাকা দরকার আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট শাহাদাতের মর্যাদা কি? কতটা সম্মানার্হ শহীদী মৃত্যু?

"আমার বড় সাধ আল্লার পথে নিহত হই"

নবীদের নেতা, সর্বশেষ বিশ্বজনীন রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহুর পথে শহীদ হবার প্রবল আকাংখা পোষণ করতেন। তিনি তাঁর এ দুর্নিবার আকাংখার কথা ব্যক্ত করেছেন এ ভাষায় ঃ

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوَدِدْتُ اَنِّىْ اُقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُحْيٰى ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيٰى ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيٰى ثُمَّ اُقْتَلُ -

(بخارى : كتاب الجهاد)

কসম সেই সত্তার, যার মুষ্ঠিবদ্ধে আমার প্রাণ !
আমার বড় সাধ আল্লাহ্র পথে নিহত হই !
আবার জীবন লাভ করি আবার নিহত হই ।
আবার জীবিত হই আবার নিহত হই !
আবার জীবিত হই আবার শহীদ হই ।

(বুখারী ঃ কিতাবুল জিহাদ)

কেন শাহাদাত লাভের এ দুর্নিবার আকাংখা ?

বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন প্রকার আকাংখা থাকে। কারো আকাংখা ছোট। কারো আকাংখা বড়। কেউ অল্প কিছু চায়। কেউ অনেক কিছু চায়। কিন্তু সকল আকাংখারই সীমা আছে। মানুষের আকাংখার শ্রেষ্ঠত্ব ও ব্যাপকতাও সীমাবদ্ধ। সীমার চাইতে বড় কিছু মানুষ চায় না এবং চাইবার কল্পনাও করতে পারে না। কারণ মানুষের কল্পনা তো সীমিত।

কিন্তু যিনি শাহাদাত লাভ করেন, বিশ্ব জাহানের মালিকের দরবারে তার জন্যে এমন সব পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে, যেগুলোর চাইতে শ্রেষ্ঠ কিছু

পাবার আকাংখা মানুষ করতে পারেনা। এমনকি কল্পনাও করতে পারেনা। যেমন ঃ

(ক) সম্মান ও মর্যাদার অকল্পনীয় উচ্চতা

(খ) স্রষ্টার সান্নিধ্য

(গ) যা খুশী তাই লাভের অধিকার

(ঘ) ক্ষমা

(ঙ) অমরত্ব

শাহাদাতের মর্যাদা যিনি লাভ করতে পারেন, যিনি নিজেকে পৌঁছে দিতে পারেন শহীদের দরজায়, তার জন্যে এ পুরস্কারগুলোর গ্যারান্টি রয়েছে। মানুষের মালিক, যার মুষ্ঠিবদ্ধে রয়েছে মানুষের প্রাণ, এ গ্যারান্টি তিনিই দিয়েছেন। রাব্বুল আলামীনের এ গ্যারান্টি তাঁর অস্তিত্বের মতোই মহাসত্য ও বাস্তব। মরণশীল মানুষ এগুলোর চাইতে বড় কোনো আকাংখা পোষণ করতে পারে কি?

এ অনুপম পুরস্কারগুলোর সম্পর্ক হচ্ছে সেই মর্যাদা (POSITION)–টির সাথে যার পরিভাষিক নাম 'শাহাদাত'। এ জিনিসটি লাভ করার জন্যেই ছিলো নবী পাকের (সঃ) দুর্নিবার আকাংখা। সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন এরি জন্যে পাগলপারা। যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেন, আল্লাহর কাছে তারা সবার সেরা মানুষ।[১] আর মুজাহিদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ POSITION তারাই লাভ করেন যারা শাহাদাতের সৌভাগ্য অর্জন করতে সক্ষম। সত্যকথা বলতে কি, শাহাদাতের আকাংখা ছাড়া কারো পক্ষে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করাই সম্ভব নয়। সুতরাং শাহাদাত হচ্ছে শ্রেষ্ঠ মানুষের শ্রেষ্ঠ POSITION. সেরা মানুষদের সেরা আকাংখা।

---

১. দেখুন সূরা তওবা আয়াত ঃ ২০–২২।

শহীদের উচ্চ মর্যাদা, সম্মান ও ক্ষমা

সব রকম নেকীর উপরই আরেকটা নেকী থাকে। প্রত্যেক কল্যাণ কাজের উপরই আরেকটা কল্যাণ থাকে। সকল দানশীলতার উপরই দানশীলতা আছে। সকল জ্ঞানের উপরই জ্ঞান আছে। সকল ত্যাগের উপরই ত্যাগ আছে। সকল কুরবানীর উপরই কুরবানী আছে। কিন্তু আল্লাহর পথে শহীদ হবার চাইতে বড় কোনো নেকী, এর চাইতে বড় কোনো কল্যাণ ও দানশীলতার কাজ এবং এর চাইতে বড় কোনো ত্যাগ ও কুরবানী হতে পারেনা। যে জ্ঞান মানুষকে শাহাদাতের সিদ্ধান্ত নেবার পর্যায়ে উপনীত করে দেয় তার চাইতে উচ্চতর কোনো জ্ঞান থাকতে পারে না। এটাই মানব জীবনের সকল নেকী ও পূণ্যের চূড়ান্ত শিখর। মানব সমাজের জন্যে সবচাইতে বড় প্রয়োজন হচ্ছে আদর্শ সমাজ। আর একজন শহীদ একটি আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে তার বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দেন। উৎসর্গ করে দেন নিজের জীবন। কোনো মানুষের পক্ষে মানব কল্যাণের জন্যে এর চাইতে বড় কিছু করা সম্ভব নয়। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা শহীদকে অকল্পনীয় উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান দান করেন। এ কারণেই শহীদের দরজা নবুয়্যতের দরজার চাইতে বড় না হলেও শহীদ হবার জন্যে স্বয়ং নবীও তীব্র আকাংখা পোষণ করেন। আর এ সর্বোচ্চ কুরবানীর জন্যেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শহীদদের সকল গুনাহ খাতা মাফ করে দেন। দেখুন শাহাদাতের মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল কি বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ ○ سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ○ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ (محمد : ٤-٦)

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, আল্লাহ কখনো তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করবেননা। তিনি তাদের পথ দেখাবেন এবং তাদের অবস্থা সুসংহত করে দেবেন। আর সেই জান্নাতে তাদের দাখিল করবেন, যার সম্পর্কে পূর্বেই তাদের অবহিত করেছেন।" (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৪-৬)

قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۚ قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُوْنَ ۝ بِمَا غَفَرَلِيْ رَبِّيْ وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ (يس : ٢٦ - ٢٧)

"(শেষ পর্যন্ত তারা যখন তাকে শহীদ করে দিল) তখন তাকে বলে দেয়া হলো ঃ "দাখিল হও জান্নাতে।" সে বললো ঃ "হায়, আমার জাতি যদি জানতে পারতো আমার রব কোন্ জিনিসের বিনিময়ে আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং সম্মানিতদের মধ্যে গণ্য করেছেন।" (ইয়াসীন ঃ ২৬-২৭)

وَالشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ (الحديد : ١٩)

"আর শহীদরা! তাদের জন্যে তাদের রবের নিকট রয়েছে তাদের প্রতিফল এবং তাদের নূর।" (হাদীদ ঃ ১৯)

فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ (ال عمران : ١٩٥)

"যারা আমারই জন্যে হিজরত করেছে, নিজেদের ঘর বাড়ী থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, নির্যাতিত হয়েছে এবং আমারই পথে লড়াই করেছে এবং নিহত (শহীদ) হয়েছে, তাদের সকল অপরাধই আমি ক্ষমা করে দেব এবং তাদের আমি এমন জান্নাত দান করবো যার নীচ থেকে প্রবাহমান রয়েছে বিপুল ঝর্ণাধারা। এরূপ প্রতিফলই তাদের জন্যে রয়েছে আল্লাহর নিকট। আর উত্তম প্রতিফল তো কেবল আল্লাহর নিকটই পাওয়া যায়।" (আলে ইমরান ঃ ১৯৫)

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন ভোরে সাহাবায়ে কিরামকে তাঁর স্বপ্নের কথা বর্ণনা করেন (প্রকাশ থাকে যে, নবীদের স্বপ্নও অহীর মধ্যে গণ্য)। তিনি বলেন ঃ

رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِىْ فَصَعِدَابِى الشَّجَرَةَ فَاَدْخَلاَنِىْ دَارًا هِىَ اَحْسَنُ وَاَفْضَلُ لَمْ اَرَقَطُّ اَحْسَنَ مِنْهَا - قَالاَ اَمَّا هٰذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ -

"আজ রাতে আমি দেখলাম, দু'জন লোক আমার নিকট এলেন। অতপর আমাকে নিয়ে একটি বিশেষ গাছে আরোহণ করলেন। তারপর তারা আমাকে এমন একটি অতীব সুন্দর ও চমৎকার ঘরে প্রবেশ করিয়ে দিলেন, যার চাইতে সুন্দরতম ঘর আমি আর কখনো দেখিনি। তারা আমাকে বললেন ঃ এ হচ্ছে শহীদদের ঘর।" (বুখারী ঃ সামুরা রাঃ)

বদর যুদ্ধে হারিছা (রাঃ) শহীদ হন। তাঁর মাতা উম্মে হারিছা (রাঃ) নবী পাকের নিকট এসে আরয করেনঃ 'ওগো রাসূলুল্লাহ, আমার হারিছা এখন কোথায় আছে আমায় বলুন। সে যদি জান্নাতে থাকে তাহলে আমি সবর করবো ! অন্যথায় তার জন্যে আমি কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাবো।' নবী পাক (সঃ) তাকে সুসংবাদ দেন ঃ

يَا اُمَّ حَارِثَةَ اِنَّهَا جِنَانٌ فِى الْجَنَّةِ وَاِنَّ ابْنَكَ اَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْاَعْلٰى - (بخارى : انس)

"হে হারিছার মা ! জান্নাতের অনেকগুলো স্তর রয়েছে। আর তোমার পুত্র সর্বোচ্চ স্তর ফিরদাউস লাভ করেছে।" (বুখারী ঃ আনাস রাঃ)

আরেকটি হাদীসে রাসূলে করীম (সঃ) আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের মর্যাদা এবং ফিরদাউসের শ্রেষ্ঠত্ব এভাবে ব্যাখ্যা করেন ঃ

"আল্লাহ তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্যে জান্নাতে একশটি মর্যাদার স্তর তৈরী করে রেখেছেন। যে কোনো দু'টি স্তরের মাঝখানে আসমান ও যমীনের ব্যবধান। তোমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করার সময় ফিরদাউসের প্রার্থনা করো। কেননা, আমাকে দেখানো হয়েছে, সেটিই জান্নাতের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম স্তর। এরি উপরে রয়েছে করুণাময় রাহমানের আরশ, যেখান থেকে প্রবাহিত হচ্ছে জান্নাতের ঝর্ণাধারা।" (বুখারী ঃ আবু হুরাইরা)

এর আগের হাদীসে রাসূলে করীম (সঃ) জানিয়ে দিয়েছেন শহীদ হারিছা (রাঃ) সর্বোচ্চ জান্নাত ফিরদাউস লাভ করেছেন। এ থেকে আমরা বুঝতে

পারলাম, যেহেতু শহীদরা সর্বোচ্চ ত্যাগ ও কুরবানী পেশ করেন, সে জন্যে তাঁদের মালিক তাঁদেরকে সর্বোচ্চ জান্নাত দান করেন। তাছাড়া তাদের মালিক এ কারণে তাদের সমস্ত অপরাধও ক্ষমা করে দেন। নবী পাক (সঃ) বলেন ঃ

يَغْفِرُ اللّٰهُ لِلشَّهِيْدِ كُلَّ شَيْئٍ اِلاَّ الدَّيْنِ - (مسلم)

"আল্লাহ তায়ালা ঋণ ব্যতীত শহীদদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন।"

আল্লাহর সান্নিধ্য এবং যা খুশী তাই পাবার অধিকার লাভ

কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, কোনো দৃষ্টিই আল্লাহর দর্শন লাভ করতে সক্ষম নয়। কোনো নবীও আল্লাহকে দেখতে পাননি। কিন্তু শহীদরা মৃত্যুর পর পরই আল্লাহর দর্শন লাভ করেন। যাঁর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে তারা নিজেদের জীবন কুরবানী করে গেছেন, শাহাদাত লাভের সাথে সাথে তাঁর দীদার তারা লাভ করেন। মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয়তম গোলামকে দর্শন দান করে তাঁর প্রতি পরম সন্তোষের চরম প্রকাশ ঘটান। ওহুদ যুদ্ধে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম শাহাদাত লাভ করেন। যুদ্ধের পর রাসূলে করীম (সঃ) শহীদের পুত্র প্রখ্যাত সাহাবী হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

اَفَلاَ اُبَشِّرُكَ بِمَا لَقِيَ اللّٰهُ بِهٖ اَبَاكَ ؟ قُلْتُ بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : مَا كَلَّمَ اللّٰهُ اَحَدًا اِلاَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ وَكَلَّمَ اَبَاكَ كِفَاحًا فَقَالَ يَاعَبْدِىْ تَمَنَّ عَلَىَّ اُعْطِكَ - قَالَ تُحْيِيْنِىْ فَاُقْتَلُ فِيْكَ ثَانِيَةً- قَالَ اِنَّهُ سَبَقَ مِنِّى اِنَّهُمْ اِلَيْهَا لاَيَرْجِعُوْنَ - قَالَ رَبِّ يَا فَاَبْلِغْ مَنْ وَرَائِىْ - فَاَنْزَلَ اللّٰهُ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا.بَلْ اَحْيَاء عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ... ...

"হে জাবির আমি কি তোমাকে তোমার পিতার সংগে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাক্ষাতের সুসংবাদ দেব না? (জাবির বলেন) আমি বললাম ঃ অবশ্যি দিন হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ কখনো অন্তরালবিহীন অবস্থায় কারো সাথে কথা বলেননি। কিন্তু তোমার আব্বাকে জীবিত করে তার সংগে অন্তরালবিহীন মুখোমুখি কথা বলেন। তিনি তাকে বলেন ঃ "হে আমার গোলাম ! তোমার যা খুশী আমার নিকট চাও। আমি তোমায় দান করবো।" তিনি জবাবে বলেছেন ঃ "হে আমার মনিব ! আমাকে জীবিত করে আবার পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিন, আবার আপনার পথে শহীদ হয়ে আসি।" তখন আল্লাহ তাকে বলেন ঃ "আমার এ ফায়সালা তো পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছি যে, মৃত লোকেরা ফিরে যাবে না।" তখন তোমার পিতা আরয করেন ঃ আমার মনিব! তবে অন্তত, আমাকে যে সম্মান ও মর্যাদা আপনি দান করেছেন, তার সুসংবাদ পৃথিবী বাসীদের জানিয়ে দিন। তখন আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াত ক'টি নাযিল করেন ঃ

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের মৃত মনে করো না। তারা জীবিত। স্বীয় রবের কাছ থেকে তারা রিযিক পাচ্ছে ... ... ।"

(সুনানে তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী ঃ জাবির ইবনে আবদুল্লাহ)

অপর একটি হাদীস। যে হাদীসে বলা হয়েছে। শহীদরা সবুজ পাখীর বেশে জান্নাতময় উড়ে বেড়ায়। সে হাদীসটিরই শেষের দিকে বলা হয়েছে ঃ

فَاطَّلَعَ اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اِطِّلاَعَةً فَقَالَ هَلْ يَشْتَهُوْنَ شَيْئًا –

"অতপর তাদের রব তাদের দিকে উদভাসিত হন। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমাদের কি আরো কোনো আকাংখা আছে ?"

(মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ)

শহীদরা অমর

শহীদরা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েও পৃথিবীতে অমরত্ব লাভ করেন। আর পর জগতে যাওয়ার সাথে সাথেও আল্লাহ তায়ালা তাদের জীবিত করে নিজের মেহমান হিসাবে জান্নাতে থাকতে দেন।

একজন শহীদ তার আদর্শের জন্যে স্বেচ্ছায় স্বীয় সজীব দেহের যে তাজারক্ত দান করেন, সে রক্তই তাকে অমরত্বে পৌছে দেয়। কারণ তার আদর্শের অনুসারীরা তার রক্তের বিনিময়ে সজীবতা লাভ করেন। যেমন বৃষ্টির পানি থেকে সজীবতা লাভ করে শস্যের খরতপ্ত চারা গাছ। তেমনি তার শাহাদাতের বিনিময়ে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠাকামী কাফেলা নতুন জীবন লাভ করে। তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় প্রাণ চাঞ্চল্য। একটির পর একটি দীন প্রতিষ্ঠাকামী জেনারেশন তার বুকের তাজা রক্তঢালা পথ বেয়ে এগিয়ে যায় চূড়ান্ত বিপ্লবের দিকে। তার শাহাদাত তাদের অন্তরেও শাহাদাতের প্রেরণা যোগায়। কারণ তার আদর্শের অনুসারীদের সংগঠন-দেহে তীর্যক প্রবাহ সৃষ্টি করে দেয় তার বুকের তাজা রক্ত। আর এ রক্তের মধ্যে রয়েছে শাহাদাতের তীব্র আকর্ষণ। তাই শাহাদাত লাভের জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠে ঐ কাফেলার প্রতিটি সদস্যের তাজা প্রাণ। এভাবেই একজন শহীদ সমাজে অমরত্ব লাভ করেন। এ হচ্ছে তার আদর্শিক অমরত্ব।

কিন্তু একজন শহীদ প্রাণগত অমরত্বও লাভ করেন। এটাই শহীদের ব্যাপারে সর্বাধিক আশ্চর্য। তিনি নিহত হয়েও প্রাণগতভাবে জীবিত থাকেন। মূলত প্রাণ যিনি তাকে দান করেছেন, তাঁরই সন্তুষ্টির জন্যে তিনি সে প্রাণ উৎসর্গ করে দিয়েছেন। তাই প্রাণের মালিক তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তার প্রাণের সজীব সচেতন অমরত্ব দান করেন ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ط بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ٥ فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ ٥ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَّاَنَّ اللّٰهَ لَايُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ (ال عمران : ١٧١ - ١٦٩)

"আর যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে, তাদের মৃত মনে করো না। প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত। আল্লাহ্‌র নিকট থেকে তারা জীবিকা পাচ্ছে।

আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা কিছু দান করেছেন, তা পেয়ে তারা আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত। আর যেসব ঈমানদার লোক তাদের পেছনে পৃথিবীতে রয়ে গেছে এবং এখনো সেখানে পৌছেনি, তাদের কোনো ভয় ও চিন্তা নেই জেনে তারা আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত। আল্লাহ্‌র নিআমত ও অনুগ্রহ লাভ করে তারা আনন্দিত ও উৎফুল্ল। তারা জানে, আল্লাহ ঈমানদার লোকদের কর্মফল নষ্ট করেন না।" (আলে ইমরান ঃ ১৬৯-১৭১)

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ط بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ (البقرة : ١٥٤)

"আর যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়, তাদের মৃত বলো না। প্রকৃত পক্ষে তারা জীবন্ত। কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে তোমরা অনুভব করতে পার না।" (আল-বাকারা ঃ ১৫৪)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলে করীম (সঃ) এর নিকট শহীদদের অমরত্ব সংক্রান্ত কুরআনের বক্তব্যের উপর আমাদেরকে আরো স্পষ্ট ধারণা প্রদানের আরয করলে তিনি বলেন ঃ

اَرْوَاحُهُمْ فِىْ جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيْلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِىْ اِلٰى تِلْكَ الْقَنَادِيْلِ -

"তাদের প্রাণ সবুজ পাখীর মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহ্‌র আরশের সাথে ঝুলন্ত রয়েছে তাদের আবাস। ভ্রমণ করে বেড়ায় তারা গোটা জান্নাত। অতপর ফিরে আসে আবার নিজ নিজ আবাসে।" (মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ)।

শহীদদের অপরাধ (!)

যাদের শাহাদাত বরণ করতে হয়, তাদেরকে হত্যা করা হয় কেন? কী অপরাধে তাদের মেরে ফেলা হয়? কী অপরাধে প্রতিপক্ষ তাদের জীবনকে

বরদাশত করতে পারে না? হ্যাঁ, তাদের অপরাধ আছে। একটিই মাত্র অপরাধ (!) সে অপরাধের প্রতিশোধ হিসেবেই তাদের হত্যা করা হয়। আর সে অপরাধ হচ্ছে এই ঃ

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلاَّ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ - الَّذِىْ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ - (البروج : ٨ - ٩)

"তাদের (ঈমানদারদের) থেকে তারা কেবল একটি কারণেই প্রতিশোধ নিয়েছে। আর তা হচ্ছে তারা সেই মহাপরাক্রমশীল আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল, যিনি স্বপ্রশংসিত, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সাম্রাজ্যের মালিক।" (আল বুরূজ ঃ ৮–৯)

يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْا الْمُرْسَلِيْنَ..........................اِنِّىْ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ - (يس : ٢٠ - ٢٥)

জাতির লোকদের ডেকে একথা বলাই ছিলো শহীদের অপরাধ ঃ ... ...

"হে আমার জাতির লোকেরা। রাসূলদের পথ অনুসরণ করো ... ... আমি তো তোমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি। তোমরা আমার কথা মেনে নাও।" (ইয়াসীন ঃ ২০–২৫)

এ অপরাধেই (!) তাকে নিহত হতে হয়েছে। এই একই অপরাধে ফেরাউন মূসা আলাইহিস সালামকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, যা ফেরাউন পারিষদের এক প্রতিবাদী কণ্ঠ থেকে আমরা জানতে পারি ঃ

اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ - (المومن : ٢٨)

"তোমরা কি একজন লোককে শুধু একারণে হত্যা করবে যে, সে বলছে ঃ আল্লাহ্ আমার রব ?" (সূরা আল–মুমিন ঃ ২৮)

শহীদরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে নিজেদের রব, মালিক, প্রতিপালক পৃষ্ঠপোষক, বিধানদাতা, হুকুমকর্তা ও শাসক হিসেবে গ্রহণ করার কারণেই তাদেরকে নিহত হতে হয়েছে। আর একারণেই শাহাদাত লাভের সংগে সংগে

তাদের মহাপরাক্রমশালী রব তাদেরকে জীবিত করে নিয়ে যান পরম সুখের জান্নাতে ঃ

قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۖ قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُوْنَ

"(নিহত হবার সাথে সাথে) তাকে ব... লো ঃ প্রবেশ করো জন্নাতে।" সে বললো ঃ হায়, আমার জাতির লোকেরা যদি (আমার এ মর্যাদা সম্পর্কে) জানতে পারতো।" (ইয়াসীন ঃ ২৬)

শাহাদাত মৃত্যু নয়

মানুষের প্রাণ যখন দেহত্যাগ করে, তখন সে মরে যায়। বলা হয়, সে মৃত। যেমন আমাদের কারো দাদা মারা গেলে আমরা বলি ঃ 'আমার দাদা মরে গেছেন।' কিংবা কারো মৃত্যু সংবাদ দিতে গিয়ে আমরা বলি ঃ অমুক মরে গেছেন। এমনটি বলাই স্বাভাবিক। এটাই নিয়ম। কিন্তু যারা আল্লাহর পথে শহীদ হন তাদের ব্যাপারটা এর সম্পূর্ণ উল্টো। তাদের মৃত বলা নিষিদ্ধ। এমনকি তাদের মৃত কল্পনা করতেও নিষেধ করা হয়েছে। একটু আগেই আমরা কুরআনের আয়াতে একথার প্রমাণ দেখেছি। যেমন ঃ

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ – (البقرة : ١٥٤)

"যারা আল্লাহর পথে নিহত (শহীদ) হয়, তাদের মৃত বলো না।"

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا

(ال عمران : ١٦٩)

"আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদের মৃত মনে করো না।" (আলে ইমরান ঃ ১৬৯)

সত্যি, শহীদদের ব্যাপারটা খুবই বিস্ময়কর ! নিহত হবার পরও তাদের মৃত বলা যাবে না ! কিন্তু কেন এ ব্যতিক্রম ? এর জবাব উভয় আয়াতাংশেরই শেষে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং দিয়ে দিয়েছেন "بَلْ اَحْيَاءٌ" কারণ তারা জীবিত। তাদের এ অমরত্বের কথা একটু আগেই আমরা আলোচনা করে এসেছি।

এখন একথা আমাদের নিকট পরিষ্কার হলো, সব মানুষেরই মৃত্যু হয় না। তবে অধিকাংশ মানুষেরই মৃত্যু হয় আর কিছু লোক লাভ করেন শহীদী যিন্দেগী, শাহাদাতের জীবন। সুতরাং যারা পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়, তারা দু'প্রকার ঃ

- ❑ মৃতমানুষ
- ❑ শহীদ

অর্থাৎ—মৃত্যু ও শাহাদাত দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। কবি কতো সুন্দর ভাবে কথাটি ফুটিয়ে তুলেছেন ঃ

"জীবনের চেয়ে দীপ্ত মৃত্যু তখনি জানি
শহীদি রক্তে হেসে উঠে যবে যিন্দেগানী।"

শাহাদাত শব্দের অর্থ

চলুন এবার আমরা আমাদের সেই প্রিয় শব্দটির অর্থ খুজে বের করি। আমাদের পবিত্র ও সম্মানার্হ শব্দটির তাৎপর্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করি। মানুষরূপী হায়েনাদের হিংস্র ছোবলের মোকাবেলায় যে শব্দটি আমাদেরকে জিহাদের ময়দানে আবেগময় প্রেরণা যোগায় তার অন্তরাত্মাটি দেখে নিই। পরিচিত হই তার সাথে গভীরভাবে এবং আপন করে নিই তাকে একান্তভাবে।

'শাহাদাত' বা 'শাহাদাহ' (شهادة) শব্দটি একটি আরবী শব্দ। شهد (ش-ه-د) এই মূল শব্দ থেকে তার উৎপত্তি। আর এ শব্দ থেকেই নির্গত হয়েছে শহীদ (شهيد), শাহিদ (شاهد), শুহুদ (شهود), মাশহূদ (مشهود), মুশাহিদাহ (مشاهدة), তাশাহহুদ (تشهد) প্রভৃতি শব্দ। এগুলো খুবই প্রচলিত শব্দ।

আভিধানিক অর্থ

ইমাম রাগিব ইসপাহানী এবং অন্যান্য আরবী ভাষাতত্ত্ববিদগণ شهد শব্দটির অর্থ মোটামুটি একইরূপ লিখেছেন।

কেউ লিখেছেন ঃ

شـهـد : اَلشُّهُوْدُ وَالشَّهَادَةُ بِالْحُضُوْرِمَعَ الْمُشَاهِدَةِ اِمَّا بِالْبَصَرِ اَوْ بِالْبَصِيْرِ -

"শহদ মানে, উপস্থিত হয়ে স্বচক্ষে দেখে, কিংবা অন্তরদৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করে সাক্ষ্য দেয়া।"

আবার কেউ লিখেছেন ঃ

اَلشَّهَادَةُ : قَوْلٌ صَادِرٌ عَنْ عِلْمٍ بِمُشَاهِدَةِ بَصِيْرَةٍ اَوْبَصَرٍ -

"শাহাদাত হচ্ছে এমন জ্ঞান বা জ্ঞানের বিবরণ যা চোখে দেখে কিংবা অন্তরদৃষ্টির মাধ্যমে অর্জিত হয়।"

আমরা দেখতে পাচ্ছি, শাহাদাত শব্দের অর্থের সাথে জড়িত রয়েছে নিম্নোক্ত গুলো ঃ উপস্থিতি, জানা, দেখা, দর্শন, অন্তরদৃষ্টি, জ্ঞান কিংবা (স্বচোক্ষে অথবা জ্ঞান চক্ষুদ্বারা অর্জিত) জ্ঞানের বিবরণ বা সাক্ষ্য প্রদান, মনমগজ ও বিবেকবুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করা প্রভৃতি। এর আলোকে 'শহীদ شـهـيـد শব্দের অর্থ দাঁড়ায় ঃ সেই ব্যক্তি যিনি উপস্থিত হয়েছেন, যিনি দেখেছেন এবং জেনেছেন, যিনি স্বচোক্ষে কিংবা অন্তরদৃষ্টি দিয়ে দেখে উপলব্ধি করেছেন, সেই ব্যক্তি যিনি দেখা জানা ও উপলব্ধি করা বিষয়ের বিবরণ বা সাক্ষ্য দিচ্ছেন।

কুরআনে শাহাদাত শব্দের ব্যবহার

কুরআন মজীদে শাহাদাত শব্দটি ব্যপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা এখানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করছিঃ

(ক) উপস্থিত থেকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা অর্থে ঃ

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (النور : ٢)

"আর তাদেরকে শাস্তি দেয়ার সময় একদল ঈমানদার লোক যেন উপস্থিত থেকে তা স্বচোক্ষে প্রত্যক্ষ করে।" (আন নূর ঃ ২)

(খ) জ্ঞান অবগতি ও জানা অর্থে ঃ

(١) وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ٥

(مجادله ٢- احزاب : ٥٥ - حم سجده : ٥٣)

"আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের উপর সাক্ষ্য" অর্থাৎ প্রতিটি বিষয়ে তিনি অবগত। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কোনো কিছু নেই। (আহযাব ঃ ৫৫. মুজাদালা ঃ ৬. হা–মিম–সাজদা–৩৫)

(গ) আদালতের সাক্ষ্য অর্থে

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ج

(النور : ٤)

"আর যারা পবিত্র চরিত্রের নারীদের সম্পর্কে মিথ্যা দোষারোপ করবে, অতপর (নিজেদের দাবীর সপক্ষে) চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারবে না, তাদের আশিটি কোড়া মারো এবং এ ধরনের লোকদের সাক্ষ্য আর কখনো গ্রহণ করো না।" (নূর ঃ ৪)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ (النساء : ١٣٥)

"হে ঈমানদারেরা ! তোমরা ন্যায়বিচারের ধারক হও এবং আল্লাহর জন্যে সাক্ষী হও। তোমাদের এই সুবিচার ও সাক্ষ্য যদি তোমাদের নিজেদের, তোমাদের পিতামাতার এবং তোমাদের আত্মীয় স্বজনের বিপক্ষেও যায়।"

(ঘ) আদর্শের সাক্ষ্য (নমুনা MODEL) অর্থে ঃ

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ٥ (احزاب : ٤٥)

"হে নবী ! আমরা তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী হিসেবে" (আহযাব ঃ ৪৫)

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوا شُهَدَاۤءَ عَلَى النَّاسِ- (البقرة : ١٤٠)

"আর এভাবেই আমরা তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থী উম্মাহ্ বানিয়েছি, যাতে করে তোমরা মানবজাতির উপর সাক্ষী হতে পারো।"

لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاۤءَ عَلَى النَّاسِ - (الحج : ٧٨)

"যেন রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হতে পারেন এবং তোমরা গোটা মানব জাতির উপর সাক্ষী হতে পারো।" (আল হজ্জ ঃ ৭৮)

এ আয়াতগুলোতে আদর্শের নমুনা পেশ করার অর্থে সাক্ষ্য শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

(ঙ) আল্লাহর পথে নিহত হবার অর্থ ঃ

وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاۤءَ ط

(ال عمران : ١٤٠)

"তোমাদের উপর এ দুরাবস্থা এই জন্যে চাপানো হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা এভাবে জেনে নিতে চান তোমাদের মধ্যে কারা সাচ্চা ঈমানদার এবং এইজন্যে যে, তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে চান।" (আলে ইমরান ঃ ১৪০)

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰۤئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاۤءِ وَالصّٰلِحِيْنَ (النساء : ٦٩)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর এবং রাসূলের আনুগত্য করবে সে ঐসব লোকদের সংগী হবে যাদের নিয়ামত দান করা হয়েছে। তারা হলো–নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহ লোক।" (নিসা–৬৯)

وَالشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ (الحديد : ١٩)

"আর শহীদদের জন্যে রয়েছে তাদের রবের নিকট তাদের পুরস্কার ও নূর। (আল হাদীদ : ১৯)

আল্লাহর পথে নিহতদের জন্যে 'শহীদ' শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য

যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, কুরআন এবং হাদীসে তাদের জন্য 'শহীদ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দটি মুসলিম উম্মাহর কাছে অত্যন্ত আবেগ ও উদ্দীপনাময়। এ শব্দ ঈমানদারদের অন্তরে এক পূতপবিত্র ভাবধারা সৃষ্টি করে দেয়। শব্দটি উচ্চারণ করতে গিয়ে প্রতিটি মুসলমানই অত্যন্ত গৌরববোধ করে। কিন্তু এর তাৎপর্য কি ?

বস্তুত একজন মুমিন যখন তার সুস্থ সচেতন জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক এবং অন্তরদৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি দিয়ে পরিপূর্ণ উপলব্ধির মাধ্যমে আল্লাহর দীন ইসলামকে স্বীয় জীবনাদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে। তখন তার কথা ও কাজের মাধ্যমে এই জীবনাদর্শের বাস্তব নমুনা ও উদাহরণ মানব সমাজের সম্মুখে পেশ করা তার জন্যে অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে। এভাবে যিনি নিজের জীবনের সামগ্রিক ও পূর্ণাংগ কর্মনীতি ও কার্যপদ্ধতির মাধ্যমে স্বীয় জীবনাদর্শের উদাহরণ পেশ করেন, তিনি মানব সমাজের কাছে সত্যের সাক্ষ্য বহন করেন। আর এ ধরনের সাক্ষ্য বহনকারীদেরকেই বলা হয় شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ এটা শাহাদাতের একটা পর্যায়।

কিন্তু এ পথে এর চাইতেও একটা উচ্চতর পর্যায় রয়েছে। আর তা হচ্ছে একজন মুমিন তার সামগ্রিক জীবনে আদর্শের বাস্তব উদাহরণই শুধু পেশ করছেন না, বরঞ্চ তিনি আরো অগ্রসর হয়ে তার মালিকের কাছ থেকে প্রাপ্ত জীবন ব্যবস্থাকে মানব সমাজে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সজ্ঞানে সমস্ত বিপদের

ঝুঁকি নিয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং প্রবল উদ্দীপনা ও আবেগের সাথে এপথে নিজের জীবন দান করেন, বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দেন। অথবা তিনি এ কাজ করেন আল্লাহর দীনের হিফাযতের জন্যে, কিংবা তার জীবনাদর্শ ইসলামের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের হিফাযতের উদ্দেশ্যে। এ মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর পথে জীবন দান করার মাধ্যমে প্রমাণ করে দেন যে, তিনি যে আদর্শের প্রতি ঈমান এনেছেন, তাকে তিনি বাস্তবিকই অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতেন এবং আল্লাহর এই দীন তার কাছে এতোই প্রিয় যে, এর জন্যে জীবন দান করতে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেননি। আদর্শের জন্যে এ বীর মুমিনের চাইতে বড় কোনো উদাহরণ পেশ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এ হচ্ছে সর্বোচ্চ উদাহরণ।

আমাদের প্রিয় 'শহীদ' শব্দটি এ উদাহরণেরই অপর নাম। এরূপ সর্বোচ্চ উদাহরণ ও নমুনা পেশ করার জন্যেই শহীদকে 'শহীদ' বলা হয়। তিনি তার জীবন দানের মাধ্যমে ইসলামের সত্যতার অনুপম সাক্ষ্য পেশ করেন। তাই মুসলিম উম্মাহ 'শহীদ' বলতে এরূপ জীবনদানকারী মর্দে মুমিনকেই বুঝে। এই মহান উদ্দেশ্যে যে আত্মদান, তার সাথে 'শাহাদাত' শব্দটি একাকার হয়ে গেছে। কারণ এটাই সর্বোচ্চ শাহাদাত (সাক্ষ্য)। আর এরাই শ্রেষ্ঠ শহীদ (সাক্ষী)। চরম আত্মত্যাগের মাধ্যমে সাক্ষ্য প্রদানের এক অনির্বাণ প্রতীক এই 'শহীদ' শব্দটি।

শাহাদাত শব্দের একটি অর্থ উপস্থিত হওয়া। আল্লাহর রাহে নিহত হবার সাথে সাথে শহীদদের রূহ আল্লাহর দরবারে হাযির হয়ে যায়। আপন মালিকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁরই রাহে জীবন কুরবানী করে তাঁর দরবারে হাযির হয়ে যায় বলেও তাদের 'শহীদ' বলা হয়।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, নিহত হবার পর পরই তারা বেহেশতে হাযির হয়ে বেহেশত ও বেহেশতের নিয়ামতরাজি প্রত্যক্ষ করছে বলে তাদের 'শহীদ' বলা হয়।

আমরা দেখেছি, শাহাদাতের একটি অর্থ জ্ঞান, অবগতি, উপলব্ধি। যারা আল্লাহর পথে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে জীবন কুরবানী করেন, তারা জীবনের অমরত্ব সম্পর্কে এমন স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট জ্ঞান ও উপব্ধি হাসিল করেন যে, তাতে

পরমাণু পরিমাণ সন্দেহ সংশয় থাকেনা। এই জ্ঞান ও উপলব্ধির দিক থেকেও তারা 'শহীদ'।

তাছাড়া তারা রক্তাক্ত দেহ এবং পরিধেয় নিয়েই কিয়ামতের দিন আল্লাহর আদালতে হাযির হবেন। সেখানে তাদের দেহ থেকে ঝরতে থাকবে তাদের রক্ত। এসব অকাট্য প্রমাণ নিয়ে তারা সেদিন সেইসব খোদাদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবেন। যারা পৃথিবীতে আল্লাহর দীনকে নিভিয়ে দিতে চেয়েছিল এবং অস্ত্রধারণ করেছিল দীনের পতাকাবাহীদের বিরুদ্ধে।

এভাবে আল্লাহর পথে নিহতদের জন্যে 'শহীদ' শব্দটি সামগ্রিক ভাবে পরিপূর্ণ অর্থবহ এবং উচ্চ মর্যাদার প্রতীক।

মৃত্যু ও শাহাদাত

কোন মানুষই মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবেনা। জীবনই তার মৃত্যু ঘটার প্রমাণ। মৃত্যু মানুষের বিভিন্নভাবে হতে পারে। কোনো মানুষ পরিণত বয়সে স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু বরণ করে। কারো মৃত্যু হয় আকস্মিকভাবে দূর্ঘটনা বা কোনো রোগের ফলে। কারো জীবনপাত ঘটে অত্যাচার নির্যাতনের স্বীকার হয়ে। কেউবা আইনগত ভাবে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। আবার কেউ আত্মহত্যা করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিছুলোক ভ্রান্ত উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যেও জীবনদান করে। জীবন কেউই ধরে রাখতে পারেনা। মরণকে বরণ করতেই হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ (العنكبوت : ٥٧)

"প্রতিটি জীবকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে।" (আনকাবুত : ৫৭)

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ - (الجمعه : ٨)

"হে নবী এদের বলে দাও । যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালাচ্ছ, সে তোমাদের নাগাল পাবেই।" (আল জুমুয়া : ৮)

اَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ط

"তোমরা যেখানে যে অবস্থায়ই থাকনা কেন মৃত্যু তোমাদের ধরবেই। তোমরা যতো মজবুত কেল্লার মধ্যেই অবস্থান করোনা কেন।"

(আন নিসা ঃ ৭৮)

সুতরাং এই নির্ঘাত ও অকাট্য বিষয়ে আমাদের কোনোই সন্দেহ নেই যে, আমাদের মরতে হবে। এ পৃথিবী ত্যাগ করতে হবে। এ জীবনের অবসান ঘটবে। ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক মৃত্যুর স্বাদ সবাইকেই আস্বাদন করতে হবে। আর মৃত্যু কারো ইচ্ছে অনুযায়ী তার সুবিধামতো সময়ে আসবেনা। আসবে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁরই নির্ধারিত সময়ে ঃ

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّوَجَّلاً-

(ال عمران : ١٤٥)

"কোনো প্রাণীই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মরতে পারে না। মৃত্যুর সময়টা তো নির্দিষ্টভাবে লিখিতই রয়েছে।" (আলে ইমরান ঃ ১৪৫)

কোন্ ব্যক্তির মৃত্যু কোথায় এবং কিভাবে হবে, তাও কোনো মানুষই জানেনা। তা কেবল আল্লাহ তায়ালারই জ্ঞানে রয়েছেঃ

وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ - (لقمان : ٣٤)

"কোন প্রাণীই জানেনা কোথায় (এবং কিভাবে) তার মৃত্যু হবে।"

(লোকমান ঃ ৩৪)

এ আলোচনা থেকে আমরা মৃত্যু সম্পর্কে তিনটি খোদায়ী বিধান জানতে পারলাম ঃ

এক ঃ প্রত্যেক মানুষকেই মরতে হবে। মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবার কোনো উপায় নেই।

দুই ঃ মৃত্যু কারো ইচ্ছে অনুযায়ী তার সুবিধেমতো সময়ে আসবেনা। বরঞ্চ তা আসবে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর নির্ধারিত সময়ে।

তিন ঃ কোনো মানুষই জানেনা তার মৃত্যু কোথায় এবং কিভাবে হবে।

আমার রব যেভাবে চান, যখন চান, এবং যেখানে চান, আমাকে যেহেতু তখন, সেখানে, সেইভাবে মৃত্যুকে বরণ করতেই হবে, তাহলে আমি আমার মালিকের কাছে শাহাদাত লাভের প্রার্থনা করবোনা কেন? কেন আমি শহীদ হতে চাইবনা? কেন আমি শাহাদাতের সেই মহান মর্যাদার অধিকারী হতে চাইবোনা? কেন আমি শহীদী যিন্দেগীর অমরত্ব লাভের জন্যে পাগলপারা হবোনা?

সাআদ ! তোমরা কি জাননা, শহীদদের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে ঃ

[১] ক্ষমার

[২] অমরত্বের

[৩] শাহাদাত লাভের পরপরই তাদের রবের সান্নিধ্য লাভের এবং জান্নাতে ঘুরে বেড়াবার

[৪] সুপারিশ করার অধিকার লাভের এবং

[৫] উচ্চমর্যাদা ও সম্মান প্রদানের?

তবে কেন তুমি শাহাদাতের কামনা করনা?

শাহাদাতের কামনা বীর পুরুষের কাজ

হ্যাঁ, তোমার রবের কাছে শাহাদাত প্রার্থনা করো। শাহাদাতের কামনা করা বীরপুরুষের কাজ। কোনো ভীরু কাপুরুষ শাহাদাতের কামনা করতে পারেনা। যারা দুনিয়ার সংকীর্ণ জীবনকে বড় বেশী ভালবাসে, এখানকার তুচ্ছ সীমিত সহায় সম্পদ ও উপায় উপকরণের মোহ যাদেরকে মাতোয়ারা করে রেখেছে, সন্তান ও সম্পদের প্রতি কৃত্রিম জাহেলী ভালবাসায় যারা অন্ধ হয়ে আছে, এসব কারণে মৃত্যু ভয়ে যারা ভীত, সেইসব সংকীর্ণমনা কনজুস ভীরু কাপুরুষদের জন্যে শাহাদাতের কামনা করা সম্ভব নয়, এসব কাপুরুষরা মৃত্যুর আগেই মরে থাকে।

প্রকৃত মুমিন মৃত্যুকে ভয় করেনা। শাহাদাত তার কাম্য। শাহাদাত তার আবেগ। শাহাদাত তার উদ্দীপনা। শাহাদাতের কামনা তাকে বীরপুরুষ বানিয়ে

দেয়। আল্লাহর ভালবাসা ও সান্নিধ্য লাভের আবেগ তার শিরা উপশিরায় প্রবাহিত হয়। আল্লাহর ভালবাসার কাছে আর সকল ভালবাসা তার নিকট তুচ্ছ ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ (البقرة : ١٦٥)

প্রকৃত ঈমানদার লোকেরা আল্লাহকে সর্বোপেক্ষা অধিক ভালবাসে।"

আর এ জন্যেই তারা শাহাদাত লাভের প্রবল ইচ্ছা পোষণ করতে পারে। তাদের কাছে এ পৃথিবী এবং এর যাবতীয় সামগ্রী অতি তুচ্ছ নগণ্য। আখিরাতের শুভ পরিণামের লোভ ও আকর্ষণ এ পৃথিবীর জীবনকে তাদের নিকট খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত করে দেয়। আর এ জন্যেই—

اَلَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ (النساء : ٧٤)

"পরকালের বিনিময়ে তারা দুনিয়ার জীবনকে বিক্রি করে দেয়।" আর শাহাদাত লাভের মধ্যেই পরকাল (অর্থাৎ—জান্নাত লাভের গ্যারান্টি রয়েছে।

এ জন্যেই তো দেখি আমীরুল মুমিনীন উমর (রা) দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ شَهَادَةً فِىْ سَبِيْلِكَ

"ওগো আল্লাহ! আমাকে তোমার পথে শাহাদাত লাভের মর্যাদা দান করো।"

সুতরাং এই লোভনীয় পৃথিবীর প্রতি নির্মোহ হয়ে আখিরাতের জন্যে আল্লাহর ভালবাসায় উদ্বেলিত হয়ে তাঁর রাহে জীবন কুরবানী করার চাইতে বীরোচিত কাজ কিছু হতে পারে কি?

শাহাদাত ঈমানের দাবী

কোনো ব্যক্তি ঈমান আনার সাথে সাথে তার উপর জিহাদ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। জিহাদে অংশ গ্রহণ করা ছাড়া কেউ সত্যিকার মুমিন হতে পারেনা।[১]

১. সূরা হুজুরাত, আয়াত ঃ ১৫

এমনকি পরকালের কঠিন যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যেও জিহাদ করা অপরিহার্য।[১] আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের জন্যে যে মহান জান্নাতের ওয়াদা করেছেন তা লাভের জন্যে জিহাদ ও কিতাল তো করতেই হবে সেই সংগে শাহাদাত বরণের জন্যেও প্রস্তুত থাকতে হবে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ

(التوبه : ١١١)

"প্রকৃত কথা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের নিকট থেকে তাদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং মারে ও নিহত হয়।"

(আত-তাওবা ১১১)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ -

(ال عمران : ١٤٠)

"তোমাদের উপর এই কঠিন অবস্থা এজন্যে এসেছে যে, এভাবে আল্লাহ জানতে চান প্রকৃত ঈমানদার কারা এবং তোমাদের কিছু লোককে তিনি শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে চান। (আলে ইমরান ঃ ১৪০)

শাহাদাতেরপথত্যাগকরামুনাফেকী

শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভ করা বা না করা আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু প্রত্যেক মুমিন মুজাহিদেরই শাহাদাতের আকাংখা পোষণ করা কর্তব্য। অতপর শাহাদাত লাভ করলে তা তার সৌভাগ্য। আর শাহাদাত

১. সূরা আস্-সফ, আয়াত ঃ ১০

লাভ করতে না পারলেও তিনি তাঁর আন্তরিকতার জন্যে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবেন। রাসূলে খোদা (সঃ) বলেছেন ঃ

مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ تَعَالٰى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَاِنْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهٖ -

"যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে আল্লাহ্‌র নিকট শাহাদাত প্রার্থনা করলো, আল্লাহ তায়ালা তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন, যদি সে ঘরে নিজের বিছানায়ও মৃত্যুবরণ করে।" (মুসলিম ঃ সহল বিন হানীফ)

হযরত খালিদ বিন অলীদ শাহাদাতের প্রবল আকাংখা নিয়ে অসংখ্য যুদ্ধে লড়েছিলেন। কিন্তু তিনি শহীদ হননি। তবে আমরা আশা করি তাঁর আন্তরিক কামনার জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন।

কিন্তু যে ব্যক্তি শাহাদাতের নিয়্যতই করতে পারলোনা, তার মতো দুর্ভাগা কে হতে পারে? আর ঐ ব্যক্তিতো প্রকৃতই মুনাফিক যে শহীদ হতে ভয় পায়, জিহাদের ময়দান থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে চায় ঃ

وَمَا اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا - (ال عمران : ١٦٦-١٦٧)

"যুদ্ধের দিন তোমাদের যে নোকসান পৌছেছিল, তা আল্লাহ্‌র অনুমতি ক্রমেই পৌছেছিল। আর তা এজন্য পৌছেছিল যে, আল্লাহ (বাস্তব ভাবে) দেখে নিতে চান তোমাদের মধ্যে কারা প্রকৃত মুমিন আর কারা মুনাফিক।" (আলে ইমরান ঃ ১৬৬-১৬৭)

অর্থাৎ যারা শাহাদাতের আবেগ নিয়ে জিহাদের ময়দানে অটল অবিচল থাকে তারাই প্রকৃত মুমিন। আর যারা জানমালের ক্ষতির ভয়ে জিহাদের পথ ত্যাগ করে তারা মুনাফিক। অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা দীনের পথে অত্যাচার নির্যাতন চাপিয়ে দেওয়ার কারণ বর্ণনা করে বলেন ঃ

وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ ۝

"(তা এ জন্যে দেয়া হয় যে,) আল্লাহকে তো অবশ্যিই বাস্তবভাবে যাচাই করে দেখতে হবে কারা প্রকৃত মুমিন আর কারা মুনাফিক।"

(আনকাবুত ঃ ১১)

অর্থাৎ এটাই মুমিন ও মুনাফিক যাচাই করার পথ ও পন্থা। জিহাদের ময়দানে শাহাদাতের মুখোমুখি না হয়ে যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামকে তার ঠিকানা নির্ধারণ করেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلاَ تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ه وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗٓ اِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْمُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰهُ جَهَنَّمُ ط

(الانفال : ١٥-١٤)

"হে ঈমানদার লোকেরা ! তোমরা যখন জিহাদের ময়দানে বাহিনীরূপে কাফিরদের সম্মুখীন হবে, তখন তাদের মুকাবিলা করা থেকে পশ্চাদমুখী হবেনা। এরূপ অবস্থায় যে লোক পশ্চাদমুখী হয়, সে নিশ্চয়ই খোদার গযবে পরিবেষ্টিত হবে আর জাহান্নামই হবে তার ঠিকানা। তবে এমনটি যুদ্ধ কৌশল হিসেবে কিংবা (নিজেদের) অপর বাহিনীর সাথে মিলিত হবার উদ্দেশ্যে করা হলে তা অন্য কথা।" (আল–আনফাল ঃ–১৫–১৬)

শহীদরা নিহত হবার কষ্ট অনুভব করেনা

আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভ যাদের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য, তারা আল্লাহর জন্যে নিজেদের জীবনকে কুরবান করে দিতে সদা প্রস্তুত। জিহাদ হচ্ছে তাদের চলার পথ। শাহাদাত তাদের দুর্নিবার কামনা। এ কামনা তাদের হৃদয়ে জ্বলতে থাকে অনির্বাণ শিখার মতো। এ যেনো খরতপ্ত মরু পথের মুসাফিরের কাছে একগ্লাস সুশীতল মিষ্টি পানি। এ পানির দুর্দম আকর্ষণ মুসাফিরকে করে তোলে পাগলপারা। এ পানির স্বাদ তার কাছে তুলনাহীন অনুপম। আল্লাহর পথের মুজাহিদের কাছে শাহাদাত তৃষ্ণার্ত মরুযাত্রীর একগ্লাস সুশীতল পানির

মতোই আকর্ষনীয় সুমধুর। শাহাদাতের দুর্নিবার আকাংখা তাদের করে তোলে পাগলপারা। শাহাদাত প্রাপ্তির মধ্যে তাদের কোনো কষ্ট নেই, বেদনা নেই। আপন মালিককে সন্তুষ্ট করার জন্যে তারা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে। তাই তাদের দয়াময় মালিক তাদের শাহাদাতের আঘাতকে ব্যথাহীন–বেদনাহীন করে দেন। শহীদ করার জন্যে যতোবড় আঘাতই তাদের উপর হানা হোকনা কেন, তাতে তাদের কোনো কষ্ট হয়না। তারা পায়না কোনো যন্ত্রণা। প্রিয় রাসূল (সঃ) বলেছেন ঃ

مَا يَجِدُ الشَّهِيْدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ اِلاَّ كَمَا يَجِدُ اَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ - (رواه الترمذى)

"শাহাদাত লাভকারী ব্যক্তি নিহত হবার কষ্ট অনুভব করেনা। তবে তোমাদের কেউ পিপঁড়ের কামড়ে যতোটুকু কষ্ট অনুভব করে, কেবল ততোটুকু অনুভব করে মাত্র।" (তিরমিযী ঃ আবু হোরাইরা)

শহীদের লাশ পঁচেনা

মুআত্তায়ে ইমাম মালিকের সূত্রে কুরতবীতে আলোচিত হয়েছে ঃ হযরত আমর ইবনে জামুহ (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) উভয় আনসার সাহাবীই উহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁদের উভয়কে একই কবরে সমাধিস্থ করা হয়। এর চল্লিশ বছর পর একবার প্রবল বেগে পানি প্রবাহিত হওয়ায় তাদের কবর ভেংগে যায়। পানির প্রবল চাপ দেখে যখন অন্যত্র সমাধিস্থ করার জন্যে তাদের কবর খনন করা হলো, তখন তাদের ঠিক সে অবস্থায় পাওয়া গেল, যে অবস্থায় তারা নিহত হয়েছিলেন।

মু'আবিয়া (রাঃ) তাঁর শাসনামলে মদীনায় কূপ খনন করতে মনস্থ করলেন। কূপ খননের আওতায় উহুদ যুদ্ধের শহীদের কবর পড়ে গেল। মু'আবিয়া (রাঃ) ঘোষণা দিলেন ঃ তোমরা তোমাদের আত্মীয় স্বজনের শবদেহ অন্যত্র নিয়ে যাও। এ ঘোষণার পর শবদেহ উঠিয়ে ফেলা হলো। দেখা গেল তাঁরা যে অবস্থায় নিহত হয়েছিলেন ঠিক সেই অবস্থায়ই রয়েছেন। খনন কাজের কোনো এক পর্যায়ে হযরত হামযার (রাঃ) পায়ে কোদালের আঘাত

লেগে গেলে সাথে সাথে তা থেকে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। এ ঘটনা ঘটে উহুদ যুদ্ধের পঞ্চাশ বছর পরে।

বস্তুত এসব ঘটনা দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তায়ালা শহীদদের লাশ পঁচতে দেন না। তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে তিনি তাদের শবদেহকে তরতাজা রাখেন। আর এটা কুরআনের সেইসব আয়াতের সংগে খুবই সামঞ্জস্যশীল যেসব স্থানে বলা হয়েছে ঃ

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তোমরা তাদের মৃত বলোনা।"

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তোমরা তাদের মৃত মনে করোনা।"

কিয়ামতের দিন শহীদরা তাজারক্ত নিয়ে উঠবে

শহীদদের অবস্থা অন্য সকল মৃত লোকদের চাইতে ভিন্নতর। যে ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে শাহাদাত বরণ করেন, তাকে রক্তভেজা কাপড়ে রক্তাক্ত দেহে কোন প্রকার গোসল ছাড়াই সমাহিত করা হয়। তাকে নতুন কাপড়ের কফিন পরানো হয় না। শাহাদাতের সময় তার দেহে যে কাপড় থাকে, সে কাপড়েই তাকে সমাহিত করা হয়। শহীদদের ব্যাপারে এটাই ইসলামের বিধান। এ বিধান মাফিকই তাদের সমাহিত করা হয়। অতপর দেখা যায় কবরেও তাদের দেহ তরতাজা থাকে। থাকে জ্যান্ত মানুষের মতো রক্তমাংসের দেহ। অতপর কিয়ামতের দিন যখন তারা ময়দানে হাশরে উঠে আসবে,তখন তাদের অবস্থা হবে ঠিক সে সময়টির মতো, যখন তারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে নিহত হয়েছিল। একেবারে তাজা আঘাত। তা থেকে প্রবাহিত হতে থাকবে লাল তাজা রক্ত। যেনো এই মাত্র তাকে আঘাত করা হয়েছে আর ক্ষতস্থান থেকে ছিটকে পড়ছে তরতাজা রক্ত। রাসূলে খোদা (সঃ) বলেছেন ঃ

مَا مِنْ مَكْلُوْمٍ يُكْلَمُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَلْمُهُ يَدْمٰى - اَللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيْحُ رِيْحُ مِسْكٍ - (متفق عليه)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে, কিয়াতের দিন সে আঘাত নিয়েই সে উঠবে আর তার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে

থাকবে। এবং রং হবে রক্তের মতই, কিন্তু গন্ধ হবে মিশকের মতো।"
(বুখারী ও মুসলিম ঃ আবু হুরাইরা)

আর একটি হাদীসে উল্লেখ হয়েছে, নবীপাক (সঃ) বলেন ঃ

وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ مَا مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهٖ يومَ كُلِمَ - لَوْنُهٗ لَوْنُ دَمٍ وَرِيْحُهٗ رِيْحُ مِسْكٍ - (متفق عليه)

"কসম সেই সত্তার, মুহাম্মাদের প্রাণ যার হাতের মুঠোয় ঃ কেউ আল্লাহর পথে কোনো আঘাত পেলে কিয়ামতের দিন সে আঘাত নিয়ে সে হাযির হবে। আর সে আঘাতের অবস্থা হবে ঠিক সেদিনকার মতো যেদিন সে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল। এর রং হবে রক্তের মতো কিন্তু গন্ধ হবে মিশকের মতো।" (বুখারী ও মুসলিম ঃ আবু হুরাইরা) অপর একটি হাদীসে আঘাতের কথা উল্লেখ করার পর নবী পাক (সঃ) বলেন ঃ আর আল্লাহই অধিক জানেন কে প্রকৃত পক্ষে 'তার পথে আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে।"

এটা শহীদদের কতোবড় সৌভাগ্য যে, সেদিন তারা রক্তাক্ত দেহ এবং রক্ত ভেজা কাপড় চোপড় নিয়ে হাশর ময়দানে আল্লাহর দরবারে হাযির হবে। আর এ জিনিসগুলোই তখন তাদের শহীদ হবার সাক্ষ্য বহন করবে। সেখানে তাদের রক্তাক্ত দেহই হবে শাহাদাতের প্রতীক।

কবর আযাব থেকে রেহাই এবং সুপারিশ করার অধিকার লাভ

শহীদদের সৌভাগ্যের কথা আর কি বলবো । মহান আল্লাহ তাদের জন্যে অসংখ্য পুরস্কারের ব্যবস্থা রেখেছেন। তাদের জন্যে নির্ধারিত ক্ষমা, মর্যাদা ও বিরাট পুরস্কারের কথা শুনে কার না ঈর্ষা হবে? আমার প্রিয় রাসূল (সঃ) বলেছেন ঃ

"আল্লাহ্‌র নিকট শহীদদের জন্যে ছয়টি পুরস্কার রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে ঃ (১) প্রথম রক্ত বিন্দু ঝরতেই তাকে মাফ করে দেয়া হয় এবং জান্নাত যে তার আবাসস্থল তা চাক্ষুস দেখানো হয়। (২) তাকে কবরের আযাব থেকে রেহাই দেয়া হয়। (৩) সে ভয়ানক আতংক থেকে নিরাপদ থাকবে (যা সিংগায় ফু দেয়ার সময় মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হবে) (৪) তাকে সম্মানের টুপি পরিয়ে দেয়া হবে, যার (এক একটি) ইয়াকূত পৃথিবী এবং পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে তা থেকেও উত্তম (৫) তাকে উপঢৌকন স্বরূপ আয়ত লোচনা হূর প্রদান করা হবে এবং (৬) তাকে সত্তর জন আত্মীয় স্বজনের জন্যে সুপারিশ করার ক্ষমতা প্রদান করা হবে।" (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ঃ মেকদাদ ইবনে মা'দী করব)। আবু আইউব আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (সঃ) বলেছেন ঃ

"যে ব্যক্তি শত্রুর সম্মুখীন হলো এবং তার মোকাবিলায় অটল অবিচল থাকলো। এমনকি এমতাবস্থায় নিহত হয়ে গেলো, তাকে কবরে কোনো প্রকার ফিতনার সম্মুখীন হতে হবেনা।" (তাবরানী)

শহীদদের জন্যে রহমত, রিযকে হাসানা ও সন্তোষজনক জান্নাত

শহীদদের শুভ সংবাদের শেষ নেই। কারণ, তারা তা সীমাহীন ত্যাগ কুরবানীর মাধ্যমেই শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছে। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْٓا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ
اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ - لَيُدْخِلَنَّهُمْ
مُّدْخَلاً يَّرْضَوْنَهٗ (الحج : ٥٨-٥٩)

"যেসব লোক আল্লাহর পথে হিজরত করেছে, পরে নিহত (শহীদ) হয়েছে কিংবা মরে গেছে, আল্লাহ তাদের রিযকে 'হাসানা' দান করবেন।

নিসন্দেহে আল্লাহ উৎকৃষ্টতম রিযকদাতা। তিনি তাদের এমন স্থানে (জান্নাতে) পৌছাবেন যাতে তারা সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।"

(আল হজ্জ ঃ ৫৮—৫৯)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْمُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ

خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ (ال عمران : ١٥٧)

"তোমরা যদি আল্লাহ্‌র পথে নিহত (শহীদ) হও কিংবা মরে যাও তবে আল্লাহর যে রহমত ও দান তোমাদের নসীব হবে, তা এইসব (দুনিয়াদার) লোকেরা যা কিছু সঞ্চয় করছে তা থেকে অনেক উত্তম।

যারা শাহাদাতের জযবা নিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে অতপর এ সংগ্রামে তারা শহীদ হোক কিংবা গাজী হিসেবে মৃত্যু বরণ করুক উভয় অবস্থাতেই আল্লাহর নিকট থেকে তারা সমান প্রতিদান পাবে বলে এ আয়াতগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে।

শহীদদের জন্যে রয়েছে মহা পুরস্কার

মুজাহিদরা খোদাদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে শহীদ হোক কিংবা গাজী, উভয় অবস্থাতেই আল্লাহ তাবারুক ওয়া তায়ালা তাদের জন্যে মহান পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেছেন। এই মহাপুরস্কার তারাই লাভ করবে যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনকে বিক্রি দেবার মতো সৎ সাহস রাখে ঃ

فَلْيُقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ؕ

وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ

اَجْرًا عَظِيْمًا ٥ (النساء : ٧٤)

"সেই সব লোকদেরই আল্লাহর পথে লড়াই করা কর্তব্য যারা পরকালের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনকে বিক্রয় করে দেয়। যারা আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং নিহত কিংবা বিজয়ী হয়, আমরা অবশ্যি তাদের বিরাট পুরস্কার দান করবো।" (নিসা ঃ ৭৪)

সূরা আলে ইমরানে শহীদদের প্রাপ্য পুরস্কারসমূহ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেনঃ

لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ - ثَوَابًا مِّنْ عِنْدَ اللّٰهِ - وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ

"তাদের সকল অপরাধ আমি ক্ষমা করে দেব আর এমন জান্নাত তাদের দান করবো যার তলদেশ দিয়ে রয়েছে সদা প্রবহমান ঝর্ণাধারা। এ হচ্ছে আল্লাহর নিকট তাদের পুরস্কার আর আল্লাহর নিকট রয়েছে সর্বোত্তম পুরস্কার।"

শহীদ পরিবারের গৌরব

রাসূলে খোদা (সাঃ) বলেছেন ঃ একজন শহীদকে তার সত্তর জন আত্মীয় সজনের জন্য সুপারিশ করার অধিকার দেয়া হবে।"[১] এই সুপারিশ লাভ করবেন শহীদের পিতামাতা, স্ত্রী, সন্তান-সন্তুতি, ভাই-বোন এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন।

তাই আল্লাহ তায়ালা যদি কারো সন্তানকে শাহাদাতের মর্যাদা প্রদান করেন, তবে তারা শহীদের পিতামাতা হবার গৌরব অর্জন করেন। তাদের জন্য এর চাইতেও খুশীর বিষয় হলো, তারা তাদের শহীদ সন্তানের সুপারিশ লাভের আশা পোষণ করতে পারেন।[২] এমনি করে আল্লাহ তায়ালা মেহেরবাণী পূর্বক যাদেরই আপনজনকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করেন সেটা তাদের জন্য গৌরবেরই বিষয়। কারণ তারা শহীদের সুপারিশের আশাপোষণ করতে পারেন।

১। তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ঃ মেকদাদ ইবনে মাদীকরব।

২। সুপারিশ লাভের আশাপোষণকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে অবশ্যি আল্লাহর দৃষ্টিতে সুপারিশ লাভের যোগ্য হতে হবে।

পারেন। তাছাড়া একজন শহীদ ইসলামে যে মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকেন, সেটাও শহীদ পরিবারের জন্যে বিরাট গৌরবজনক। একজন শহীদ তার অনুসারীদেরকে ছাড়াও তার আপন বংশের লোকদেরকে চিরদিন জিহাদের জন্যে অনুপ্রাণিত করে থাকেন। তিনি তার বংশে, পরিবারে এক শাশ্বত ঐতিহ্য সৃষ্টি করে যান। সুতরাং মুমিনদের দৃষ্টিতে শহীদ পরিবার অত্যন্ত সম্মানার্হ এক আদর্শ পরিবার। শহীদের পিতামাতা মুমিনদের নিকট শ্রদ্ধাস্পদ। শহীদদের সন্তান, স্ত্রী, ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজনকে সকল মুমিন নিজেদেরই আত্মীয়-স্বজন মনে করে। এসব দিক থেকেই শহীদ পরিবার গৌরবান্বিত। সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) নিজেদের শহীদদের জন্যে গৌরব বোধ করতেন। এবং আজকের দুনিয়ায়ও শহীদের আত্মীয়-স্বজনরা নিজেদের শহীদদের জন্যে আনন্দিত ও গৌরবান্বিত।

শাহাদাত ঃ উচ্চমর্যাদার মডেল

শাহাদাত দুনিয়াতে যেমন আল্লাহর পথে চরম ত্যাগ ও কুরবানীর মডেল, তেমনি পরকালেও শাহাদাত সাফল্যমণ্ডিত মানুষের এক আদর্শ উচ্চ মর্যাদা। পরকালীন যিন্দেগীর এক বিশেষ পজিশন। সাধারণ মুমিনদের তুলনায় আল্লাহ তায়ালা বিশেষ বিশেষ বান্দাহদের মর্যাদাকে পৃথকভাবে মডেল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এবং সাধারণ মুমিনদের সে পর্যায়ে উপনীত হতে অনুপ্রাণিত করেছেন। শাহাদাত পরকালীন জীবনের সেই উন্নত পর্যায়সমূহের অন্যতম। কুরআন বলে ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰۤئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰۤئِكَ رَفِيْقًا - ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ۝

"যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করবে, সে ঐসব লোকদের সংগী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা নিয়ামত দান করছেন। তারা "হলো নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহ লোকগণ। এরা যাদের সংগী সাথী হবে, তাদের পক্ষে এরা কতইনা উত্তম সংগী সাথী। এই হচ্ছে

প্রকৃত অনুগ্রহ, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া হয়। আর (মানুষের) প্রকৃত অবস্থা জানার জন্যে আল্লাহর জ্ঞানই যথেষ্ট।" (আন নিসা ঃ ৬৯–৭০)

এ আয়াতে পরকালীন উচ্চ মর্যাদার কয়েকটি স্তরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ (১) নবীগণের স্তর (২) সিদ্দীকগণের স্তর (৩) শহীদগণের স্তর (৪) সালেহ বান্দাদের স্তর।

আলোচ্য আয়াতটিতে বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করবে তারা এই চার ধরনের লোকদের সাথীত্ব লাভ করবে। রাসূলে খোদা (সঃ) নিজেও কিছু সংখ্যক লোককে উপরোক্ত লোকদের সাথীত্ব লাভে সক্ষম হবার সুসংবাদ দিয়ে গেছেন। যেমন ঃ

১। রবীয়া বিন কা'ব আল আসলামী বলেন ঃ একরাত্রে আমি রাসূলে পাকের কাছে ছিলাম। অযু এবং প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের সময় আমি তাঁর সহযোগিতা করি। তিনি আমাকে বললেন ঃ "কিছু চাও।" আমি বললাম ঃ "ওগো আল্লাহর রাসূল আমি জান্নাতে আপনার সাথী হবার প্রার্থনা করছি।"

তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ "আর কিছু ?" আমি বললাম ঃ "না আর কিছু নয়। এ একটিই আমার প্রার্থনা।" তিনি বললেন ঃ "তাহলে বেশী বেশী সিজদার মাধ্যমে আমার সহযোগিতা করো।" (সহীহ মুসলিম)

২। একবার একব্যক্তি নবীপাকের নিকট এসে বললো ঃ ওগো আল্লাহর রাসূল ! আমি সাক্ষ্য দিয়েছি আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল। পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি। আমার মালের যাকাত পরিশোধ করি এবং রমযান মাসের রোযা রাখি।" তার বক্তব্য শুনে নবী পাক (সঃ) বললেন ঃ

مَنْ مَّاتَ عَلٰى ذَالِكَ كَانَ مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (مسند احمد)

"(তুমি যা বললে) এর উপর কায়েম থেকে যে মারা যাবে, কিয়ামতের দিন সে, নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সাথে থাকবে।"

৩। আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলে খোদা (সা) বলেছেন ঃ

اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ -

"সত্যবাদী বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী পরকালে নবী, সিদ্দীক এবং শহীদগণের সাথী হবে।" (তিরমিযী)

৪। সিহাহ সিত্তার সবগুলো গ্রন্থে বহুসংখ্যক সাহাবীর (রাঃ) সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। নবীপাক (সঃ) বলেন ঃ اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ

"পরকালে মানুষ তারই সাথী হবে, যাকে সে ভাল বাসতো।"

হাদীসটি বর্ণনা প্রসংগে হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ

اِنِّى لَاُحِبُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ - وَاُحِبُّ اَبَابَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا - وَاَرْجُوْ اَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُنِىْ مَعَهُمْ وَاِنْ لَّمْ اَعْمَلْ كَعَمَلِهِمْ

"আমি রাসূলে খোদা (সঃ) এবং আবু বকর ও উমারকে (রাঃ) ভালোবাসি। এজন্য আমি আশা রাখি আল্লাহ তাদের সাথে আমার হাশর করবেন যদিও আমার আমল তাদের আমলের মতো নয়।"

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, আনাস (রাঃ) পরকালে যে তিনজন মহান ব্যক্তির সাথী হবার আকাংখা পোষণ করেছেন, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন নবী, আরেকজন সিদ্দীক এবং অপরজন শহীদ।

কুরআন ও হাদীসের উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা তিনটি জিনিস পেলাম ঃ

[১] পরকালে একদল লোক বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন হবেন। এঁদের মধ্যে শহীদগণও রয়েছেন।

[২] আরেক দল লোক পরকালে তাঁদের সাথী হবার সৌভাগ্য অর্জন করবেন।

[৩] যেসব লোক প্রথমোক্ত লোকদের সাথী হবার সৌভাগ্য অর্জন করবে, তাদের পরিচয়।

এখন আমাদের কাছে একথা পরিষ্কার হলো, শাহাদাত এমন একটি উচ্চমানের মর্যাদা, যে পর্যায়ে উপনীত হওয়া প্রকৃত ঈমানদার মাত্রেরই কাম্য।

সিদ্দীক ও শহীদের চাইতে উচ্চ মর্যাদায় উপনীত হবার আর কোনো অবকাশই নেই। সুতরাং শাহাদাত উচ্চ মর্যাদার এক উজ্জ্বল মডেল।

শহীদের গোসল, কাফন ও জানাযা

গোসল, কাফন ও জানাযা শহীদদের ব্যাপারে বিধানগত দিক। এ দিকগুলোও আলোচিত হওয়া প্রয়োজন মনে করছি।

যারা সংঘর্ষস্থলে শাহাদাত বরণ করেন কিংবা যে কোনো ভাবে প্রতিপক্ষের আঘাত দ্বারা সাথে সাথে নিহত হয়ে যান, এমতাবস্থায় তাদের বিধান উহুদের শহীদদের মতো। অর্থাৎ তাদের গোসল করাতে হবেনা। কাফন পরাতে হবে এবং জানাযা দিতে হবে। এটা হচ্ছে ইমাম আবু হানীফার মত। তাঁর যুক্তি হলো উহুদের শহীদদের সম্পর্কে নবী করীম (সঃ) বলেছেন ঃ

زَمِّلُوْهُمْ بِكُلُوْمِهِمْ وَدِمَائِهِمْ وَلَا تَغْسِلُوْهُمْ (مسند احمد ، نسائى)

"ক্ষত ও রক্তসহ তাদের কাফন পরিয়ে দাও, গোসল দিয়োনা।"

(মুসনাদে আহমদ, নাসায়ী)

ইমাম শাফেয়ীর মতে এরূপ শহীদদের জন্যে জানাযারও প্রয়োজন নেই। কারণ তাদের দেহ থেকে প্রবাহিত রক্ত তাদের নিষ্পাপ করে দেয়। এ জন্যে তারা শাফায়াতের মুখাপেক্ষী নন।

এ ক্ষেত্রে হানাফী আলেমগণের যুক্তি হলো, জানাযা পড়া হয় মৃত ব্যক্তির জন্যে দোয়া করা ও তাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্যে। আর এ কারণেই নবী এবং শিশুদের জানাযাও পড়া হয়।

সেই রক্তাক্ত বস্ত্র দিয়েই এরূপ শহীদদের কাফন দিতে হবে, যা নিহত হবার সময় তাদের পরনে থাকে। তাদের দেহ থেকে রক্তাক্ত পরিধেয় খুলে ফেলা যাবেনা এবং রক্তও ধোয়া যাবেনা। উহুদের শহীদদের সম্পর্কে নবী করীম (সঃ) এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ

اَمَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ بِقَتْلٰى اُحُدٍ اَنْ يُّنْزِعَ عَنْهُمُ الْحَدِيْدَ وَالْجُلُوْدَ وَيُدْفِنُوْا فِىْ دِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ - (ابن ماجد و ابو داود)

"রাসূলুল্লাহ (সঃ) উহুদের শহীদদের দেহ থেকে চর্ম ও লৌহাস্ত্র খুলে ফেলতে এবং তাদের পরনের বস্ত্র ও রক্তসহ তাদের সমাহিত করতে নির্দেশ দেন।" (ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ)

অবশ্য তাদের পরনের বস্ত্র সুন্নাত পরিমাণের কম হলে তা বৃদ্ধি করা যাবে এবং বেশী হলে কমানো যাবে।

কেউ যদি গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেন, তবে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ও আহমদ ইবনে হাম্বলের (রঃ) মতে তাকে গোসল দিতে হবে। তাদের দলিল হলো, হানযালা (রাঃ) সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীস। হানযালা (রাঃ) গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেন। নবী করীম (সঃ) বলেছেন ঃ হানযালাকে ফেরেশতারা গোসল দিয়েছে।" (হাকিম, ইবনে হাববান)।

ইমাম শাফেয়ী, মুহাম্মদ ও আবু ইউসুফের (রঃ) মতে তাঁকে গোসল দিতে হবে না। তাদের যুক্তি হলো, মৃত ব্যক্তির উপর কোনো বিধান বর্তায়না। শাহাদাত লাভের পর শহীদরাও এ মূলনীতির অন্তরভুক্ত।

যারা ঘটনা স্থলে শহীদ না হয়ে আঘাত পাওয়ার পর স্বজ্ঞানে অবকাশ পেয়েছেন এবং সে অবকাশে কিছু পানাহার করেছেন কিংবা চিকিৎসা করিয়েছেন কিংবা ঘুমিয়েছেন, কিংবা অসীয়ত করেছেন, কিংবা সংজ্ঞা না হারিয়ে কমপক্ষে এক ওয়াক্ত নামাযের সময় পেয়েছেন, তারা উহুদের শহীদদের পর্যায়ভুক্ত নন। (কেননা উহুদের শহীদরা ঘটনা স্থলে নিহত হয়েছিলেন।) সুতরাং তাদের গোসল দিতে হবে।[১]

কোথাও যদি কোনো মুসলমানের মৃতদেহ পাওয়া যায় এবং তিনি কিভাবে মারা গেছেন তা জানা না যায়, তবে তাকে গোসল দিতে হবে। কিন্তু

---

১. অবশ্য অবকাশকাল কি পরিমাণ হলে গোসল দিতে হবে--সে বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

তাঁর দেহে যদি এমন কোনো আঘাত থাকে, যা দেখে তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে বুঝা যায়, তবে তাকে গোসল দিতে হবে না।[১]

শাহাদাতের পথ

মানুষ বিভিন্ন পন্থায় নিহত হয়। নিহত হয় বিভিন্ন আন্দোলনে, যুদ্ধে ও দ্বন্দ্ব সংগ্রামে। কিন্তু যে কোনো নিহত ব্যক্তিই কি শহীদ? না, তা নয়। আল্লাহ এবং রাসূলের দরবারে যে কোনো নিহত ব্যক্তিই শহীদ নয়। কোনো ব্যক্তি নিহত হলে তাকে শহীদ বলার জন্যে তিনটি বিষয় নির্ণীত হতে হবে ঃ

এক ঃ তার আকীদাহ–বিশ্বাস ও ধ্যান–ধারণা;

দুই ঃ তার নিহত হবার উদ্দেশ্য বা কারণ;

তিন ঃ নিহত হবার পথ (The means to effect The object)

কুরআন ও হাদীসের শাহাদাত সংক্রান্ত বক্তব্যগুলো বিশ্লেষণ করলে এ সম্পর্কে আমরা সুস্পষ্ট বক্তব্য পেয়ে যাই। কুরআন ও হাদীস আমাদের বলে দেয়, সেই নিহত ব্যক্তিই শহীদঃ যারঃ

[১] আকীদাহ–বিশ্বাসের ভিত্তি হলো ঈমান।

[২] নিহত হবার উদ্দেশ্য বা কারণ হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে দীন ইসলামের প্রতিষ্ঠা, প্রতিরক্ষা কিংবা ঈমানের উপর অবিচল থাকা।

[৩] নিহত হবার পথ হলো "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ।" অর্থাৎ ইসলামের প্রতিষ্ঠা বা প্রতিরক্ষার কাজে কিংবা ঈমান ও ইসলামের উপর অবিচল থাকার কারণে তাকে নিহত হতে হয়েছে।

এখন আমি কালামে পাক থেকে কতিপয় আয়াত উল্লেখ করছি। শাহাদাতের সংগে যে উপরোক্ত তিনটি বিষয় জড়িত রয়েছে, এ আয়াতগুলো সে সাক্ষ্য দেবেঃ

সূরা আল বাকারার ১৫৪ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ط

---

১. 'হিদায়া' গ্রন্থের 'শহীদ' অনুচ্ছেদের আলোকে এ অংশটুকু লেখা হয়েছে।

"আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদের মৃত বলোনা।"

এ আয়াতে যারা "আল্লাহার পথে" নিহত হয় তাদের শহীদ বলা হয়েছে। আর "আল্লাহর পথ বলতে বুঝায় আল্লাহর পথে জিহাদ।" আর ব্যাপক অর্থে–ঈমান, জিহাদ ও ইকামতে দীন তিনটিই আল্লাহর পথ।

একই ধরনের কথা বলা হয়েছে সূরা আলে ইমরানের ১৬৯ আয়াতে ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا –

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদের মৃত মনে করোনা।"

সূরা আলে ইমরানেরই ১৯৫ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ وَقَاتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ –

"কাজেই যারা আমার জন্যে হিজরত করেছে, নিজেদের ঘরবাড়ী থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে ও নির্যাতিত হয়েছে এবং আমারই পথে লড়াই করেছে, ও নিহত হয়েছে, আমি তাদের সকল অপরাধ মাফ করে দেব... ..।"

আয়াতে আল্লাহর জন্য হিজরত করে, নির্যাতিত হয়ে ও লড়াই করে নিহত হওয়াকে শাহাদাত বলা হয়েছে।

সূরা আত তাওবার ১১১ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ – يُقَاتِلُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ ٥

"আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল কিনে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং মারে ও নিহত হয়।"

এ আয়াত থেকে জানা গেল নিহত ব্যক্তি শহীদ হবার জন্যে তাকে (১) মুমিন হতে হবে এবং (২) আল্লাহর পথে লড়াই করে জীবন কুরবানী করতে হবে।

সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছে ঃ

اِنِّیْ اٰمَنْتُ بِرَبِّکُمْ فَاسْمَعُوْنَ ‌ قِیْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ

"(সে বললো ঃ) আমি তো তোমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি। তোমরাও আমার কথা মেনে নাও।" (কিন্তু তারা তাকে হত্যা করলো) তখন তাকে বলা হলো ঃ দাখিল হও জান্নাতে।" (ইয়াসীন ঃ ২৫-২৬)

এ আয়াতে সেই ব্যক্তিকে শহীদ বলা হয়েছে, যে ঈমানের উপর অটল থেকে মানুষকে ঈমান আনতে আহবান করার কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

সূরা মুহাম্মদের ৪র্থ আয়াতে আল্লাহর পথে নিহত ব্যক্তিদেরকে শহীদ বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِیْنَ قُتِلُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ فَلَنْ یُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হবে, তারা কখনো নিজেদের আমল বিনষ্ট করবেনা।" (আয়াত ঃ ৪)

সূরা আল বুরূজে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلاَّ اَنْ یُّؤْمِنُوْا بِا للّٰهِ الْعَزِیْزِ الْحَمِیْدِ

"(তাদের হত্যা করে) প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে কেবল এ কারণে যে, তারা মহাপরাক্রান্ত স্বপ্রশংসিত আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল।"

উপরের আয়াতগুলোতে কয়েক স্থানে "আল্লাহর পথে নিহত হওয়া" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহর পথে নিহত হওয়া মানে তাঁর দীনের প্রতিষ্ঠা বা প্রতিরক্ষার কাজে জিহাদ ও লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করে নিহত হওয়া।

এখন আমাদের কাছে একথা পরিষ্কার হলো যে, কোনো নিহত ব্যক্তিকে শহীদ বলার জন্যে কয়েকটি জিনিস দেখতে হবে। সেগুলো হচ্ছে, তাকে মুমিন হতে হবে, তাকে নিহত হতে হবে আল্লাহর পথে। মানে

[১] ঈমান ও ইসলামের পথে থাকার কারণে, কিংবা

[২] আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে অথবা

[৩] ইসলাম কিংবা ইসলামী রাষ্ট্রের হেফাযতের কাজে অংশ গ্রহণ করে।

ভুয়া শহীদ

উপরোল্লেখিত পথে বা কারণে যারা নিহত হয়নি, হয়েছে অন্য পথে বা অন্যকারণে, তাদেরকে শহীদ বলার কোনো যুক্তি নেই। কেউ নিহত হয় বাতিল পথের দ্বন্দ্ব সংগ্রামে, কেউ নিহত হয় একটা বাতিলকে অপসারণ করে তার স্থানে আরেকটি বাতিল প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে। এসব নিহত ব্যক্তিরা শহীদ নয়। তবু যদি তাদের শহীদ বলা হয়, তবে তারা ভুয়া শহীদ।

রাসূলে খোদা (সঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ

اَلرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرٰى مَكَانَهُ فَمَنْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

"কেউ লড়াই করে গণীমত লাভের জন্যে, কেউ লড়াই করে খ্যাতিলাভের জন্যে আবার কেউ যুদ্ধ করে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্যে। এদের মধ্যে আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী কে?"

এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন ঃ

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ -

"যে আল্লাহর বাণীকে বিজয়ী ও সমুন্নত করার জন্যে বা রাখার জন্যে লড়াই করে, সেই আল্লাহর পথের মুজাহিদ।" (বুখারী)

এর আগে কুরআনের আয়াত থেকে আমরা জানতে পেরেছি, আল্লাহর পথে নিহত ব্যক্তিরাই শহীদ। আর এ হাদীস থেকে জানতে পারলাম, যারা আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করা বা রাখার জন্যে আন্দোলন ও সংগ্রাম করে তারাই আল্লাহর পথের মুজাহিদ।

সুতরাং আমরা এখন শহীদের সুস্পষ্ট পরিচয় পেয়েছি। আর তা হলো, যে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করা বা সমুন্নত রাখার জন্যে সংগ্রাম করে নিহত হয়, সেই শহীদ। প্রকৃত শহীদ সেই।

কিন্তু বর্তমানকালে অনেক লোক বাতিল পথে নিহত হবার পরও তাদের শহীদ বলা হয়। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর দরবারে তারা শহীদ নয়।

ইসলামী আন্দোলন ও শাহাদাত

মানুষ বুদ্ধি বিবেকের অধিকারী শ্রেষ্ঠ জীব। আশরাফুল মাখলুকাত। এই শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে তার জীবন যাপন করা প্রয়োজন সর্বোত্তম পন্থায়। যুক্তি ও বুদ্ধি বিবেকের রায় হচ্ছে, জীবন যাপনের সর্বোত্তম পন্থা প্রণয়ন করা মানুষের জন্যে অসম্ভব। মানুষ নিজেই নিজের জীবন যাপনের বিধান তৈরী করতে সক্ষম নয়। একথা ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত সত্য। মূলত, মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহ মানুষকে আদৌ এ যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেননি। সে কারণে নিজের পক্ষ থেকেই তিনি মানুষের 'জীবন যাপন ব্যবস্থা' পাঠিয়ে দিয়েছেন। মানুষকে পৃথিবীতে পাঠাবার কালেই তিনি একথা বলে দিয়েছেন ঃ আমি তোমাদের কাছে জীবনব্যবস্থা পাঠাতে থাকবো। আমার পাঠানো জীবন ব্যবস্থাকে জীবন চলার পথ হিসেবে যারা গ্রহন করবে, তাদের কোনো প্রকার অকল্যাণের চিন্তা থাকবেনা[১]

নবীদের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যে জীবন ব্যবস্থা পাঠাতে থাকেন। মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহর (সঃ) মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্তকার গোটা মানবজাতির জন্যে তিনি এক পূর্নাঙ্গ ও শাশ্বত জীবন ব্যবস্থা পাঠান। একদল মানুষ সব সময়ই খোদাপ্রদত্ত জীবনব্যবস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এবং মানব রচিত মত ও মতবাদের ভিত্তিতে মানুষকে পরিচালিত করার চেষ্টা করেছে। এভাবে মানুষ জাহিলিয়াতের দিকে ধাবিত হয়েছে। এ পথে মানুষকে সাহযোগিতা করেছে তার প্রবৃত্তি, শয়তান ও বিভিন্ন প্রকার কায়েমী স্বার্থবাদী শ্রেণী।

আল্লাহর নবীরা এসে মানুষকে জানিয়ে দেন, তোমরা যদি প্রবৃত্তি ও শয়তানের দাসত্ব করো, দাসত্ব করো যদি খোদাবিমুখ সমাজপতিদের তবে তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তোমরা খোদাপ্রদত্ত জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করো। আর এ পথে নবীকে অনুসরণ করো, তাহলেই তোমরা লাভ করবে পার্থিব কল্যাণ আর পরকালীন সফলতা।

---

১. দেখুন সুরা আল বাকারা ঃ আয়াত ঃ ৩৮

নবীদের আহবানে একদল লোক সাড়া দেন সর্বযুগে। এঁরা আল্লাহ প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করে নবীদের পথ অনুসরণের জন্যে বদ্ধপরিকর হন। নিজ অনুসারীদের নিয়ে নবীগণ আল্লাহর যমীনে তার দেয়া জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। আল্লাহ তাবারুক ওয়া তায়ালা সকল নবীকেই তাঁর প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে নির্দেশ দেন ঃ

أَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ط (الشورى : ١٣)

"তোমরা দীনকে কায়েম করো এবং এ বিষয়ে মতবিরোধ করোনা।"

মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কেও আল্লাহ তায়ালা এই একই দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেন। কুরআন বলে ঃ

هُوَ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ (توبه : ٣٣)

"তিনি সেই সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত এবং সত্য জীবন বিধানসহ পাঠিয়েছেন, যেনো রাসূল সকল (বাতিল জীবন বিধানের) উপর সেটাকে বিজয়ী করেন।" (তাওবা ঃ ৩৩; আল ফাতাহ ঃ ২৮ ; আস সফ ঃ ৯)

সমাজে বাতিল জীবন ব্যবস্থা চালু থাকলে, সেটাকে উৎখাত ও নির্মূল করে সে স্থলে সত্য জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে দেয়া সহজ সাধ্য কাজ নয়। কারণ, হকের জন্যে বাতিল এমনি জায়গা ছেড়ে দেবেনা। একাজে কঠিন দ্বন্দ্ব সংগ্রাম অপরিহার্য। বাতিলের মোকাবিলায় এক প্রাণান্তকর আন্দোলন ও সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। দীন প্রতিষ্ঠার যে দায়িত্ব নবী পাকের (সঃ) উপর অর্পিত হয়, এক দুর্বার আন্দোলন ও প্রচণ্ড সংগ্রামের পরিণতিতেই তিনি তা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এজন্যে তিনি এবং তার সাথীদের চরম নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়। অনেককে বরণ করতে হয় শাহাদাত। কিন্তু তারা আন্দোলনের পথ পরিত্যাগ করেননি ঃ

لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ
اُولٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ٥

"কিন্তু রাসূল ও তাঁর প্রতি ঈমানদার লোকেরা নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করেছে। তাই সমস্ত কল্যাণ তাদেরই জন্যে। তারাই সফলকাম।"
(তাওবা ঃ ৮৮)

এ আয়াত আমাদের পরিষ্কার করে বলছে, জিহাদ ছাড়া মানুষ কল্যাণ লাভ করতে পারেনা। সফল হতে পারেনা ইসলামী বিপ্লব। প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা।

কিন্তু এই জিহাদ বা ইসলামী আন্দোলনের পথ ফুল বিছানো নয়। এক কঠিন দ্বন্দ্ব সংগ্রামের পথ এটা। নবী মুহাম্মাদের (সঃ) পরে তাঁর উম্মতের উপর দীন প্রতিষ্ঠার সেই গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। মুহাম্মাদ (সঃ) এর রেখে যাওয়া দীন সমাজে এখন ভূলুন্ঠিত। তাঁর উম্মতেরই একদল লোককে এ দায়িত্ব পালন করার জন্যে অগ্রণী ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে হবে। তাদের পাড়ি জমাতে হবে কঠিন দ্বন্দ্ব সংগ্রামের সেই জগদ্দল পথে। তাদের সংগ্রাম হবে আপোষহীন সংগ্রাম। কোনো প্রকার লোভ লালসা, ভয়ভীতি এবং বাধা বিপত্তি তাদের একজনকেও এ পথ থেকে পদস্খলন ঘটাতে সক্ষম হবেনা।

এমন একদল লোক ছাড়া পুনরায় আল্লাহর যমীনে তাঁর দীন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। আর এলোকগুলো যদি সত্যিই রাসূলের (সঃ) অনুসারী হয়, তবে তাদেরকে অবশ্যি মক্কী জীবনের সেই কঠিন প্রাণান্তকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। একে একে তাদের সম্মুখে হাযির হবে শেবে আবু তালিবের বন্দীদশা, বর্বর নির্যাতনের পরাকাষ্ঠা, তায়েফের রক্তাক্ত প্রান্তর, হিজরতের করুণ দৃশ্য, বদরের অসম যুদ্ধের ময়দান, উহুদের বিপাক, খন্দকের কঠিন দিন, ইহুদী চক্রান্ত, মুনাফেকী ষড়যন্ত্র, হুনায়েনের ময়দান এমনি বিপদ মুসীবতের কতো শত দিন। এই কঠিন দিনগুলো তাদের অতিক্রম করতে হবে। এই কঠিন পথ অতিক্রমকালে তাদেরকে চরমভাবে অত্যাচারিত নির্যাতিত হতে হবে। সর্বস্ব ত্যাগ করতে তাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। এমনকি এ পথে তাদের কিছু লোককে শাহাদাতও বরণ করতে হবে। যেমনটি করেছিলেন সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) মধ্যে অনেকেই।

আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সাথে অত্যাচার নির্যাতন এবং শাহাদাত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং শাহাদাতের উদগ্র কামনাই ইসলামী

আন্দোলনকে সকল বাধা বিপত্তি ও চড়াই উৎরাই পার করে সফলতার মনযিলে পৌছে দিতে সক্ষম। বলা বাহুল্য, ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা সফলতার যে মনযিলে মাকসুদের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, তা লাভ করার সহজতম পথ হলো—শাহাদাত।

ইসলামের পুনর্জাগরণে শহীদী রক্তের মূল্য

শাহাদাত শব্দের অর্থ 'উপস্থিত হওয়া' বা সাক্ষ্যদান করা। শাহাদাত থেকেই এসেছে শহীদ শব্দ। একজন শহীদ আল্লাহর পথে সর্বোচ্চ কুরবানী পেশ করেন। তিনি আল্লাহর পথে নিহত হন। কুরআন এবং হাদীস থেকে জানা যায়, নিহত হবার সাথে সাথে শহীদের আত্মা আল্লাহর দরবারে হাযির হয়ে যায়। কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন, আল্লাহর পথে নিহত ব্যক্তির আত্মা সাথে সাথে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবার কারণেই তাকে 'শহীদ' বলা হয়। একটি হাদীসে কুদসী থেকে জানা যায় ঃ নিহত হবার পর আল্লাহ শহীদদের সংগে সরাসরি সাক্ষাত দান করেন। তিনি তাদের বলেন ঃ আমার কাছে তোমাদের যা খুশী, চাও। তখন তারা বলেন ঃ আমাদের মনিব! তুমিতো সব কিছুই আমাদের দান করেছো। তবে একটা জিনিস আমরা তোমার কাছে চাই ঃ আবার তুমি আমাদের পৃথিবীতে পাঠাও। আমরা আবার তোমার পথে নিহত হয়ে আসি।

যুগে যুগে আল্লাহর কিছু বান্দাহ তার সন্তুষ্টির পথে চলাকে নিজেদের জীবনের পরম লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করে নেয়। চরম বাধার পাহাড় ডিংগিয়ে হলেও এ পথে চলতে তারা দ্বিধান্বিত হয়না। কুন্ঠিত হয় না প্রয়োজনে এ পথে জীবন দান করতে। বরঞ্চ এ পথে জীবন দান তাদের লক্ষ্য অর্জনের সহজ পথ। তারা জানে, আল্লাহর পথে নিহত হবার মাধ্যমেই তাঁর পরম সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। এ কুরবানীর মধ্যে রয়েছে পরকালীন সাফল্যের গ্যারান্টি। তাই, আল্লাহর পথের এসব পথিকদের প্রতিটি মুহূর্ত উদ্দীপ্ত করে তুলে শাহাদাত লাভের প্রবল বাসনা।

তাদের অন্তরে শাহাদাতের বাসনা জ্বলতে থাকে অনির্বাণ শিখার মতো। এমনকি শাহাদাত লাভের পরও তাদের এ মহান বাসনার অনির্বাণ শিখা

নির্বাপিত হয়না। একবার শাহাদাত লাভের পর আবারও তারা মাবুদের দরবারে শহীদ হবার আকাংখা ব্যক্ত করে। শাহাদাতই যেনো তাদের সব চাইতে বড় পাওনা। শ্রেষ্ঠতম নিয়ামত। উচ্চতম মর্যাদার প্রতীক।

কুরআন ও হাদীসে আমরা শহীদদের বিরাট সুসংবাদের খবর পাই। আল্লাহ তায়ালা তাদের সকল গুনাহ খাতা মাফ করে দেবেন। ময়দানে হাশরে তারা সুপারিশ করার অধিকার লাভ করবেন। জান্নাতে রয়েছে তাদের জন্যে উচ্চ মর্যাদা। তাছাড়া শাহাদাত লাভের পর পরই শহীদ সবুজ পাখীর বেশে বেহেশতে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ লাভ করেন। তাদের মহান মালিক তাদের সাথে কথা বলেন। এসব সৌভাগ্যের অধিকারী শহীদরাই হয়ে থাকেন। যে শাহাদাত তাদেরকে এতবড় সৌভাগ্যের অধিকারী করে দেয়, বারবার তারা সেই শাহাদাতের আকাংখাই ব্যক্ত করবে, এতো এক স্বাভাবিক ব্যাপার।

এতো গেলো শহীদের ব্যক্তিগত মুক্তি ও সৌভাগ্যের দিক। কিন্তু আল্লাহর পথে নিহত হবার মাধ্যমে একজন শহীদ কেবল নিজেই সফলকাম হন্‌না, বরঞ্চ ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বিপ্লবের পথে একধাপ এগিয়ে দিয়ে যান। একজন শহীদ তার ইপ্সিত বিপ্লবের পথে রক্তদান করে বিপ্লবের পতাকাবাহীদের মনমগজে এক অজেয় বিপ্লব সৃষ্টি করে দেন। তখন তাদের ধমনীতেও শাহাদাতের রক্ত প্রবাহিত হয়। এর ফলে তারা নতুন জীবন লাভ করে। শাহাদাতের প্রেরণা তাদেরকেও উদ্বেলিত করে তোলে। অদম্য সাহস দুর্জয় বীরত্ব তাদের আন্দোলনকে দান করে এক অপ্রতিরোধ্য গতি।

শহীদের রক্ত কখনো বৃথা যায় না। শহীদের প্রতিটি রক্ত কণিকা থেকে জন্ম নেয় অযুত রক্ত কণিকা। সে রক্ত সঞ্চারিত হয় শহীদের রেখে যাওয়া সমাজ দেহে। সে রক্ত তীর্যক গতিপায় শহীদের সংগ্রামী সাথীদের প্রতিটি ধমনীতে। তার এ কুরবানী জাগ্রত করে তোলে ব্যক্তিকে। সংগঠন ও সমাজকে। তার সমস্ত সদগুণাবলী, তার সংগ্রামী মনমানস এবং তার জীবনদান পরবর্তী লোকদের কাছে এক অনির্বাণ আদর্শিক রূপ পরিগ্রহ করে। সমাজদেহে তা এক স্থায়ী প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে। এভাবে একজন শহীদ তার চরম কুরবানীর পরম আদর্শ দিয়ে একটি আদর্শিক জনগোষ্ঠীকে সঞ্জীবনী শক্তিদান করেন যুগের পর যুগ ধরে।

হযরত রাসূলে আকরাম (সঃ) নিজে সব সময় শাহাদাত লাভের কামনা ব্যক্ত করতেন। সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) শাহাদাত লাভের উদগ্র আকাংখা পোষণ করতেন। বদরযুদ্ধের ইতিহাসে দেখা যায়, একজন সাহাবী (রাঃ) রাসূলে আকরাম (সঃ) এর মুখে শাহাদাতের মর্যাদা শুনার পর ঐ মর্যাদা লাভের জন্যে একটি খেজুর খাওয়ার সময়কেও বড় দেরী মনে করেন। তিনি হাতের খেজুর মাটিতে নিক্ষেপ করেন এবং বীর্যবত্তার সাথে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন। কিশোর তরুণ থেকে আরম্ভ করে বয়োবৃদ্ধ সাহাবীগণ পর্যন্ত শাহাদাত লাভের প্রেরণায় উদ্বেলিত হয়ে পড়তেন। শহীদ সাহাবীদের রক্তের বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা রাসূলে আকরামকে (সঃ) একটি ইসলামী হুকুমাত উপহার দেন। হিজরাত করার পর পরই কুরআনের আয়াত নাযিল করে শহীদদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পরিষ্কার করে বলে দেন ঃ

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হবে, আল্লাহ তাদের কৃতকর্মকে কিছুতেই ব্যর্থ হতে দেবেন না।" (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৪)

মহান আল্লাহ দুনিয়াতেও শহীদদের আদর্শকে বৃথা যেতে দেননা এবং পরকালেও তাদের আমলকে ব্যর্থ করে দেবেন না। হযরত হামযা এবং হযরত হুসাইনসহ সকল শহীদ সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) রক্ত এখনো আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠাকামী বীর মুজাহিদের ধমনীতে প্রবাহিত হয়। সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী, হাসান আল বান্না, সাইয়েদ কুতুব, আবদুল কাদের আওদাহ, মুস্তফা আল মাদানী এবং আবদুল মালেকের শহীদী খুন এখনো প্রবাহিত হচ্ছে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠাকামী লক্ষ কোটি নওজোয়ানের ধমনীতে। তাদেরই শাহাদাতের বিনিময়ে আধুনিক বিশ্বে ঢেউ উঠেছে ইসলামী পুনর্জাগরণের।

ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত দীন। খোদায়ী জীবন ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা মানব জাতির পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণের সর্বাঙ্গীন সুন্দর পথ সিরাতুল মুস্তাকীম। আল্লাহর এ বিধান মানব জীবনে একটি সুস্পষ্ট লক্ষ্য স্থির করে দেয়। একটি যুক্তিও বিবেক সম্মত নীতিমালাকে মানুষের নৈতিক ও চারিত্রিক মানদণ্ড বানিয়ে দেয়। মানব সমাজের জন্যে এ বিধান সর্বোত্তম আদর্শ। এক অনুপম আদর্শ।

ইসলাম মানুষকে এক আল্লাহমুখী বানিয়ে দেয়। এ একমুখীনতার উপর তাকে অটল অবিচল করে রেখে দেয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এটাই তার একমুখীনতা। লক্ষ্য অর্জনের জন্যেই সে একমুখী হয়ে যায়। তার বিশ্বাস, চিন্তা, ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভংগী তার লক্ষ্যমুখী হয়ে যায়। তার কথাবার্তা, আচরণ, চরিত্র ও নৈতিকতা একমুখী হয়ে যায়। হয়ে যায় আল্লাহমুখী। তার দৈহিক ও আত্মিক সত্তা আল্লাহর ইচ্ছার সংগে হয়ে যায় একাকার।

এই আল্লাহমুখী লোকেরা আজ বিশ্বব্যাপী সংগঠিত হয়েছে। আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা ইসলামকে মানব সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্যে তারা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে তারা এ সংগ্রামে অকাতরে যে কোন কুরবানী দিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহর পথে জীবনদানের মাধ্যমে সর্বোচ্চ কুরবানী পেশ করতে তারা মোটেও কুণ্ঠিত নয়। কারণ তাদের মালিকের কাছে তো তাদের ফিরে যেতেই হবে। আর তাঁর সন্তুষ্টিই তাদের পরম কাম্য। তিনিই তাদের শেষ লক্ষ্য। তাই, তাঁর পথে জীবন দেয়াকে তারা পরম সৌভাগ্যের বিষয় মনে করে। এজন্যেই আজ বাতিলের সহস্র ষড়যন্ত্র আর লাখো হিংস্র থাবার মোকাবেলায় বিশ্বময় ঢেউ উঠেছে আবার ইসলামী পুনর্জাগরণের। শহীদী রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে আল্লাহর এই পৃথিবী। আফগানিস্তান, আলজেরিয়া, ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, বাংলাদেশ, মিশর, সিরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তানসহ সর্বত্র আজ শহীদী খুনে আল্লাহর যমীন জেগে উঠেছে। সর্বত্র আজ তরুণ যুবকেরা তাদের জীবনের বিনিময়ে হলেও আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্যে অজেয় শপথের দীপ্ত আলোকে এগিয়ে যাচ্ছে। সর্বত্র ইসলামী আন্দোলনের ধমনীতে আজ প্রবাহিত হচ্ছে তাজা শহীদী খুন।

শাহাদাতের রক্ত আল্লাহ তায়ালা বৃথা যেতে দেননা। এটাই আল্লাহর পার্থিব পুরস্কার। শহীদদের উত্তরসূরীরা যখন সংগঠিতভাবে শাহাদাতের উদ্দীপনায় উদ্বেলিত হয়ে দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের সাহায্য করা আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে পড়ে। "ওয়া কা-না হাক্কান আলাইনা নাসরুল মুমিনীন--মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।" (কুরআন)

ইসলামের পুনর্জাগরণকে যারা ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে চায়। যারা শাহাদাতের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত লোকদের শহীদ করে দীন প্রতিষ্ঠার

আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে চায়, তারা হচ্ছে সেইসব অজ্ঞ–বোকাদের মতো, যারা তেল ছিটিয়ে অগ্নিকুণ্ড নির্বাপিত করার পরিকল্পনা নেয়। কিংবা এরা হচ্ছে সেইসব নির্বোধদের মতো যারা আমেরিকায় যাওয়ার জন্যে রেলগাড়ীর টিকেট করে বসে আছে।

ইসলামের ইতিহাস সাক্ষ্য, যেমনি মটর গাড়ী চালানোর জন্যে প্রয়োজন জ্বালানীর, তেমনি ইসলামের জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে দুর্জয় দুর্নিবার করার জন্যে প্রয়োজন শহীদী রক্তের। তাই, ইসলামের পুণর্জাগরণে শহীদী রক্তের মূল্য অপরিসীম।

শহীদী কাফেলা

আল্লাহর প্রতি ঈমানের অপরিহার্য দাবী হচ্ছে, তাঁর দীনকে বিজয়ী করার জন্যে জান ও মাল দিয়ে সর্বাত্মক সংগ্রাম করা। এ সংগ্রামের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানুষের মুক্তি ঃ

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ (العنكبوت : ٥)

"আর যে–ই (আল্লাহর পথে) সংগ্রাম করবে, সে'তা নিজেরই কল্যাণের জন্যে করবে।" (আনকাবুত ঃ ৫)

আল্লাহ তায়ালা তাঁর দীনের পথে জিহাদ ও সংগ্রামকে ঈমানের শর্তভূক্ত করে দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

"আল্লাহ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের জান–মাল জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করবে। এ পথে মারবে ও মরবে।"

এ কারণেই সর্বকালে প্রকৃত ঈমানদার লোকেরা আল্লাহর পথে জিহাদ ও সংগ্রাম করেছেন। এটাকেই তারা মুক্তির পথ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তীব্র বিরোধীতার মুখে তারা এ পথে অগ্রসর হয়েছেন। চরম অত্যাচার নির্যাতনের মুখে তারা এ পথে অটল থেকেছেন। কোনো বিরাট বাহিনীও যদি তাদের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করার জন্যে আসতো, তারা তাতে ভীত হতেন না, বরঞ্চ এতে তাদের ঈমান আরো মজবুত হতো। শাহাদাতের দুর্নিবার আকাংখা তাদেরকে ঈমানের পথে অটল রাখতো ঃ

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ق وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ –

(ال عمران : ١٧٣)

"(মুমিনদের বৈশিষ্ট্যই এই যে) লোকেরা যখন তাদের বলে ঃ তোমাদের বিরুদ্ধে সমর সজ্জিত বিরাট বাহিনী সমবেত হয়েছে, তখন একথা শুনে তাদের ঈমানী অগ্নি আরো অধিক দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে এবং তারা বলে উঠে ঃ (কাফেরদের বিরুদ্ধে) আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম কর্মকর্তা।" (আলে ইমরান ঃ ১৭৩)

সবসময়ই নবী এবং তাদের সত্যিকার অনুসারীরা আল্লাহর পথে অটল থেকে সংগ্রাম করেছেন। শত বিপদের সামনেও তারা হতাশ হননি, মাথা নত করেননি ঃ

وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ج فَمَا وَهَنُوْا لِمَا اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِىْ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ (ال عمران : ١٤٦-١٤٧)

"ইতিপূর্বে এমন আরো কতো নবী এসেছিল, যাদের সাথী হয়ে বহু আল্লাহওয়ালা লোক লড়াই করেছে। আল্লাহর পথে যতো বিপদই তাদের উপর আপতিত হয়েছিল, সে জন্যে তারা হতাশ হয়নি, দুর্বলতা দেখায়নি এবং (বাতিলের সম্মুখে) মাথা নত করেননি। বস্তুত, আল্লাহ এরূপ ধৈর্যশীল লোকদেরই পসন্দ করে থাকেন। তারাতো কেবল এই দোয়াই করছিল ঃ প্রভু! কাজ কর্মে তোমার নির্ধারিত সীমা যা কিছু লংঘিত হয়েছে, তা তুমি মাফ করে দাও। আমাদের কদমকে মজবুত করে দাও আর কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর।"

এভাবে দুনিয়ার প্রথম দিন থেকেই একদল লোক আল্লাহর পথে জিহাদ করে আসছেন। এ জিহাদ কখনো পরিচালিত হয়েছে নবীদের নেতৃত্বে। আবার কখনো নবীদের অবর্তমানে তাঁদের আদর্শ উত্তর সূরীদের নেতৃত্বে। এ জিহাদের ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত চলবে।

আল্লাহর পথের এ জিহাদে অংশ গ্রহণকারী মর্দে মুমিনরা শত বাধা, শত নির্যাতন আর শত অত্যাচারের মুখেও মাথা নত করেননি কখনো। চরম কুরবানী তাঁরা এ পথে দিয়েছেন, থেমে যাননি কখনো। সাথীরা শহীদ হয়েছেন বাকীরা শাহাদাতের রক্ত রাংগা পথে এগিয়ে গিয়েছেন। পথের প্রতিটি পদক্ষেপে হত্যা করা হয়েছে এ কাফেলার সাথীদের, কিন্তু কাফেলা ঐ শাহাদাতের রক্ত ভেজা পথেই এগিয়ে গিয়েছে, এগিয়ে চলছে। তাই এ কাফেলার নাম 'শহীদী কাফেলা'। পৃথিবীর কোনো তাগুতী শক্তি, কোনো ষড়যন্ত্র এ কাফেলার দুর্বার অগ্রযাত্রার গতি প্রতিরোধ করতে সক্ষম নয়।

এ কাফেলা পৃথিবীকে উপহার দিয়েছে অসংখ্য সম্মানিত শহীদ-শুহাদায়ে কিরাম। এ শহীদদের কাতারে রয়েছেন শত সহস্র আম্বিয়ায়ে কিরাম ঃ

وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيِّيْنَ بِغَيْرِ حَقٍّ : (البقره)

("আর তারা অন্যায়ভাবে হত্যা করতো নবীদেরকে") এ কাতারে রয়েছেন হাজারো সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ), এঁদের মধ্যে রয়েছেন ঃ উমার ফারুক, উসমান, আলী, হামযা, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, যায়েদ বিন হারিছা, জাফর বিন আবুতালিব, আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, হুসাইন ইবনে আলী, সুমাইয়া, উম্মে হারাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমসহ অসংখ্য সাহাবায়ে কিরাম, রয়েছেন অসংখ্য তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ী।

এ কাফেলারই সাথী ছিলেন সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী, মাওলানা ইসমাইল, হাসানুল বান্না, আব্দুল কাদের আওদা, সাইয়েদ কুতুব, আল্লাহ বখ্‌শ, আব্দুল মালেক, মুস্তফা আল্‌ মাদানী, শওকত ইমরান, খলীলুল্লাহ।

এই শহীদী কাফেলারই সাথী ছিলেন জাফর জাহাংগীর, বাকীউল্লাহ, আইউব, আমীর হুসাইন, জসীম, আব্দুর রহীম, আবদুল আযীয, আবদুস সালাম, আসলাম, আসগর, মফীজ, শাহবাজ, আতাউর রহমান, আবদুল

মতিন, সাইজুদ্দীন, দুলাল, আবদুল হালীম, রহমত আলী, আমানুল্লাহ এবং বিশ্বব্যাপী আরো অসংখ্য মর্দে মুমিন।

এরা সকলেই ছিলেন একই আদর্শ ও আকীদা বিশ্বাসের পতাকাবাহী। আল্লাহর কালেমাকে বিজয়ী করাই ছিলো এদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। আর জিহাদকেই তারা এ উদ্দেশ্য হাসিলের একমাত্র পথ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তাই তারা সবাই একই কাফেলার লোক। এ কাফেলার নাম শহীদী কাফেলা। পৃথিবীর ইতিহাসের প্রতিটি পাতায় লেখা আছে এদের নাম। এ কাফেলার সংগ্রাম কখনো থামবেনা। এ কাফেলা চিরসত্য অনির্বাণ।

এ কাফেলার মর্দে মুমিনদের সম্পর্কে স্বয়ং তাদের প্রভুই সাক্ষ্য দিচ্ছেন ঃ

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ
مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ز وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلاً –

"মুমিনদের অনেকেই আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অংগীকার সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছে। তাদের কিছুলোক নিজেদের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছে আর কিছু লোক অপেক্ষায় রয়েছে। তারা নিজেদের নীতি বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করেনি।" [সূরা আল আহযাব ঃ ২৩]

শহীদি কাফেলার উদ্দেশ্যে কুরআনের বাণী

وَلاَ تَهِنُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ – اِنْ
يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا
بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاۤءَ
وَاللّٰهُ لاَ يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ – وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ
الْكٰفِرِيْنَ – اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ
جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ – وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ

قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ - وَمَا مُحَمَّدٌ
اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ
انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ
اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ - وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ
تَمُوْتَ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلاً وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ
مِنْهَا وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ-
وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِىٍّ قٰتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ
اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا وَاللّٰهُ
يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ - وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلاَّ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا
ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِىْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ - فَاٰتٰهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ
وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ -

"তোমরা মন ভেংগোনা। চিন্তা করোনা। আসলে তোমরাই হবে বিজয়ী, যদি তোমরা মুমিন হও।" এখন (ওহুদ যুদ্ধে) তোমাদের উপর যদি কোনো আঘাত এসেই থাকে, তবে ইতোপূর্বে (বদর যুদ্ধে) তোমাদের প্রতিপক্ষের উপরও এ রকম আঘাতই এসেছিল। আমরা সময়কে এভাবেই মানুষের মাঝে আবর্তিত করে থাকি। তোমাদের উপর এই আঘাত এজন্যে এসেছে, যাতে করে আল্লাহ দেখে নিতে পারেন তোমাদের মাঝে সাচ্চা ঈমানদার কারা আর যেনো তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। আর আল্লাহ যালিমদের মোটেই পছন্দ করেন না। তাছাড়া, এই পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ মুমিনদের আলাদা করে নিতে চান আর চূর্ণ

করতে চান কাফিরদের মস্তক। তোমরা কি মনে করেছো তোমরা এমনিতেই জান্নাতে চলে যাবে? অথচ আল্লাহ এখনো দেখেই নেননি, তোমাদের মাঝে কারা নিষ্ঠার সাথে জিহাদ করে যায় আর অটল দৃঢ়তা অবলম্বন করে। তোমরা তো মৃত্যুর (শাহাদাতের) কামনা করছিলেই। কিন্তু সেটা আগের কথা, যখন তোমরা মৃত্যুর মুখোমুখি হওনি। এবার তার সম্মুখীন হয়েছো এবং সচক্ষে দেখতে পেয়েছো। মুহাম্মদ তো একজন রসূল ছাড়া আর কিছুই নয়। তার পূর্বেও অনেক রসূল বিগত হয়েছে। সে যদি মরে যায় কিংবা শহীদ (নিহত) হয়, তবে কি তোমরা (তার আদর্শ ছেড়ে) উল্টা দিকে ফিরে যাবে? জেনে রাখো, যে পিছটান দেয়, সে আল্লাহর কোনোই ক্ষতি করতে পারেনা। আল্লাহ অচিরেই কৃতজ্ঞদের প্রতিফল দান করবেন। কোন জীবই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মরতে পারে না। মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময়টি তো লিখাই রয়েছে। যে ইহকালের প্রতিফলের আশায় কাজ করবে, আমরা তাকে এখান থেকেই কিছু দেবো। আর যে পরকালীন সুফলের লক্ষ্যে কাজ করবে, আমরা তাকে দেবো সেখান থেকে। আর আমরা অবশ্যি কৃতজ্ঞদেরকে তাদের কাজের প্রতিফল দান করবো। এমন কতো নবী ছিলো, যাদের সাথে অসংখ্য আল্লাহ প্রেমিকরা লড়াই করেছিল। আল্লাহর পথে তাদের উপর যতো বিপদই এসেছিল, সে জন্যে তারা দুর্বলতা দেখায়নি, হতাশ হয়নি আর বাতিলের সামনে মাথাও নত করেনি। আর আল্লাহ তো দৃঢ়তা অবলম্বনকারীদেরই ভালবাসেন। তারা এই ভাষায় দোয়া করতো ঃ "প্রভূ পরোয়ারদেগার! আমাদের ভুলত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দাও। আমাদের কাজেকর্মে যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়েছে তা মাফ করে দাও। আমাদের কদমকে মজবুত করে দাও। আর কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো।" পরিশেষে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার পুরস্কারও দান করেন আর পরকালের সুন্দরতম পুরস্কার। মূলত, এই ধরনের মুহসিনদেরই আল্লাহ ভালোবাসেন। [সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৯-১৪৮ আয়াত]

اَلاَ تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ

بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ اَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ

كُنتُم مُّؤمِنِينَ - قَاتِلُوهُم يُعَذِّبهُمُ اللّٰهُ بِأَيدِيكُم وَيُخزِهِم وَيَنصُركُم عَلَيهِم وَيَشفِ صُدُورَ قَومٍ مُّؤمِنِينَ - وَيُذهِب غَيظَ قُلُوبِهِم وَيَتُوبَ اللّٰهُ عَلى مَن يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلِيم حَكِيم - اَم حَسِبتُم اَن تُترَكُوا وَلَمَّا يَعلَمِ اللّٰهُ الَّذِينَ جٰهَدُوا مِنكُم وَلَم يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللّٰهِ وَلاَ رَسُولِه وَلاَ المُؤمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللّٰهُ خَبِير بِمَا تَعمَلُونَ -

তোমরা কে এমন লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেনা, যারা নিজেদের অংগীকার ভংগ করেই চলেছে, রসূলকে নিজের মাতৃভূমি থেকে বের করে দেবার সংকল্প করেছিল আর বাড়াবাড়ির সূচনাও তারাই করেছিল? তোমরা কি ওদের ভয় পাও? মুমিন হয়ে থাকলে তোমাদের আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিত? তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাও। তোমাদের হাতেই আল্লাহ তাদের শাস্তি দেবেন। আর তিনি তাদের লাঞ্ছিত অপমানিত করে ছাড়বেন। তাদের বিরুদ্ধে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন। আর মুমিনদের অন্তরকে ঠাণ্ডা করে দেবেন (অর্থাৎ তাদের আশা পূর্ণ করবেন)। তাদের মনের জ্বালা দূর করে দেবেন। আর আল্লাহ যাকে চাইবেন তাওবা করবার সুযোগ দেবেন। আল্লাহ তো মহাজ্ঞানী, সুবিজ্ঞ। তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে তোমাদের এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ আল্লাহ তো এখনো দেখে নেননি তোমাদের মাঝে কারা প্রানান্তকর জিহাদ করে এবং আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুমিনদের ছাড়া আর কাউকেও বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে না! তোমরা যা কিছু করো, সে সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণ অবহিত।

(সূরা আত তাওবা ঃ ১৩-১৬)

اَجَعَلتُم سِقَايَةَ الحَاجِّ وعِمَارَةَ المَسجِدِ الحَرَامِ كَمَن اٰمَنَ بِا للّٰهِ وَاليَومِ الاخِرِ وَجٰهَدَ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ لاَ يَستَونَ عِندَ

اللّهِ وَاللّهُ لاَ يَهدِى القَومَ الظّلِمِينَ - اَلَّذِينَ امَنُوا وَهَاجَرُوا
وَجهَدُوا فِى سَبِيلِ اللّهِ بِاَموَالِهِم وَاَنفُسِهِم اَعظَمُ دَرَجَةً عِندَ
اللّهِ وَاُولئِكَ هُمُ الفَائِزُونَ - يُبَشِّرُهُم رَبُّهُم بِرَحمَةٍ مِّنهُ
وَرِضوَانٍ وَّجَنّتٍ لَّهُم فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيم - خلِدِينَ فِيهَا اَبَدًا
اِنَّ اللّهَ عِندَه اَجر عَظِيم - يايُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا
ابَاءَكُم و اِخوَانَكُم اَولِيَاءَ اِنَ استَحَبُّوا الكُفرَ عَلَى الاِيمَانِ
وَمَن يَّتَوَلَّهُم مِنكُم فَاُولئِكَ هُمُ الظّلِمُونَ - قُل اِن كَانَ ابَاؤُكُم
وَاَبنَاؤُكُم وَاِخوَانُكُم وَاَزوَاجُكُم وَعَشِيرَتُكُم وَاَموَالُ نِ اقتَرَفتُمُوهَا
وَتِجَارَةٌ تَخشَونَ كَسَادَهَا وَمَسكِنُ تَرضَونَهَا اَحَبَّ اِلَيكُم مِّنَ
اللّهِ وَرَسُولِه وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِه فَتَرَبَّصُوا حَتّى يَاتِىَ اللّهُ
بِاَمرِه وَاللّهُ لاَيَهدِى القَومَ الفسِقِينَ -

তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো আর মসজিদে হারামের সেবা-যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজকে ঐ ব্যক্তির কাজের সমান মনে করো, যে ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, পরকালের প্রতি আর জিহাদ করে আল্লাহর পথে? এই দুই ধরনের লোকের মর্যাদা আল্লাহর কাছে সমান নয়। আল্লাহ তো যালিমদের কখনো পথ দেখাননা। আল্লাহর কাছে তো তারাই শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ঘরবাড়ী ছেড়েছে এবং জানমাল দিয়ে জিহাদ করেছে। মূলত এরাই হবে সফলকাম। তাদের প্রভু তাদেরকে নিজ রহমত, সন্তুষ্টি আর চিরস্থায়ী সুখের সুবিন্যস্ত নিয়ামতরাজির সুসংবাদ দিচ্ছেন। সেগুলো তারা উপভোগ করবে অনন্তকাল। তাছাড়া তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার। হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা নিজেদের বাবা মা আর ভাই বোনদের বন্ধু

হিসেবে গ্রহণ করোনা, যদি তারা ঈমানের চেয়ে কুফরকে অধিক ভালবাসে। তোমাদের যে কেউ এ ধরনের লোকদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে, সে যালিম বলে গণ্য হবে। হে নবী বলে দাও ঃ তোমাদের বাবা মা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, আত্মীয় . স্বজন, উপার্জিত ধন-সম্পদ, সেই ব্যবসায় যার মন্দা হওয়াকে ভয় পাও এবং তোমাদের ঘরবাড়ী যা তোমরা খুবই পসন্দ করো—যদি তোমাদের কাছে আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে বেশী প্রিয় হয়, তবে আল্লাহর ফায়সালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। আসলে আল্লাহ ফাসিকদের পথ দেখাননা। (সূরা আত তাওবা ঃ ১৯-২৪ আয়াত)

—ঃ সমাপ্ত ঃ—